بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Islamic Online Madrasah (IOM)

IOM

Assignment ON

মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব ও ফযীলত

Subject Name: Research & Masayel (RAM 100)

Submitted To:
Name: Mufti Abdul Wahid
Designation: Teacher
Department: Aqidah, Fiqh & Arabic

Submitted By:
Name: Gazi Makhdum Hossain
Roll: 20201424
Batch: 202

Bachelor in Dawah and Islamic Studies (Alim Preparatory Course)

সূচীপত্র

ভূমিকা 3
সংক্ষিপ্ত ধারনা 4
মসজিদ 6
মসজিদের অর্থ 6
মসজিদের গুরুত্ব 7
ফযীলত বা মর্যাদার ক্ষেত্রে মসজিদের পর্যায়ক্রম 10
মসজিদে হারাম 11
মসজিদে নববী 11
রিয়াজুল জান্নাহ 12
মসজিদে আকসা 12
মসজিদে কুবা 13
জামে মসজিদ 13
পাঞ্জেগানা মসজিদ 13
ঘর বা দোকানে নামাজ পড়া 13
কোনো মসজিদকে বিশেষ ফযীলতের মসজিদ মনে করা 13
জীবন্ত মসজিদ 15
সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 16
মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব ও ফযীলত 19
(ক) মসজিদ নির্মাণ করা 19
(খ) মসজিদ আবাদ করা 19
মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব এবং ফযীলত 19
মসজিদ নির্মাণ নবীদের কাজ 20
আদম (আঃ) 20
ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) 20
দাউদ (আঃ) 21
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-’আলিহি ওয়া-সাল্লাম 21
মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করা ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য 22
মসজিদ নির্মাণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নির্দেশ 22
মসজিদ নির্মাণ হল সদকায়ে জারিয়া 23
জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম 23
মসজিদ নির্মাণকাজে শরিক থাকলেও ফযীলত পাবে 24

মসজিদ আবাদের গুরুত্ব এবং ফযীলত ... 24
মসজিদে গমন ও জামাআতে র ফযীলত ... 24
সওয়াব লাভ, গোনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি ... 24
হজ্জের সমান ছওয়াব ... 26
আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ ... 26
আল্লাহ সম্মান করেন ... 27
জিহাদে অংশগ্রহণকারীর মত ছওয়াব পাবে ... 27
কিয়ামতের দিন আলো হবে ... 27
আরশের নিচে স্থান লাভ ... 27
ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা ... 28
জামাআত না পেলেও জামাআতের সওয়াব লাভ ... 28
হেঁটে জামাআতে অংশগ্রহণকারীর ছওয়াব লেখার জন্য ফেরেশতারা প্রতিযোগিতা করে ... 29
জাহান্নাম ও মুনাফেকী থেকে মুক্তি ... 29
মসজিদে অবস্থানের ফযীলত ... 29
ফেরেশতাদের দো‘আ লাভ ... 29
আল্লাহ আনন্দিত হন ... 30
আল্লাহ গর্ব করেন ... 30
পাপের কাফফারা ... 30
নবী (ﷺ)-র সুন্নাত ... 31
পূর্ণ হজ্জ ও পূর্ণ ওমরার নেকী লাভ ... 31
নামাযের মত সওয়াব লাভ ... 31
মসজিদের প্রতিবেশী হওয়ার ফযীলত ... 32
মসজিদ পরিষ্কার করার/ রাখার ফযীলত ... 32
মসজিদ সম্পর্কিত কতিপয় বিধান ও আদব ... 35
মসজিদের আরো কতিপয় আদব ... 42
উপসংহার ... 44

ভূমিকা

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ- وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ

নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তারই প্রশংসা করি, তার কাছে সাহায্য চাই, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও আমাদের কর্মসমূহের খারাবী থেকে আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন, তাকে গোমরাহ করার কেউ নাই। আর যাকে গোমরাহ করেন তাকে হেদায়েত দেয়ার কেউ নাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নাই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

Islamic Online Madrasah থেকে পরিচালিত Bachelor in Dawah and Islamic Studies (Alim Preparatory Course) – Batch202 প্রোগ্রামের শেষবর্ষে **Research & Masayel (RAM100)** বিষয়ের অধীনে যে এ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হয়, তাতে আমার আলোচ্য বিষয়বস্তু হলঃ "*মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব ও ফযীলত*"।

আল্লাহ তা'আলার দরবারে কামনা করছি, আল্লাহ যেন আমার এ মেহনতকে কবুল করেন এবং বারাকাহ-পূর্ণ করেন, মানুষের জন্য উপকারী করে দেন। আমার এ কাজের যাবতীয় ভুলত্রুটি আল্লাহ মাফ করুন। আর আমার এ আমল দ্বারা আমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের উপকার ও যাবতীয় কল্যাণ দান করেন। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান আইওএম, আমার সম্মানিত উস্তাদগন, সহপাঠী তালিবুল ইলমগন এবং আইওএম সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দ্বীনের জন্য কবুল ফরমান।

গাজী মাখদুম হোসেন

Maka092@gmail.com

সংক্ষিপ্ত ধারনা

মসজিদ মহান আল্লাহর ঘর। পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে মসজিদ। মসজিদ মানে সেদজার স্থান, সেজদার জায়গা। সেজদা মানে ইবাদত, মসজিদ মানে ইবাদতের ঘর। রাসুলে কারিম (ﷺ) মদিনায় গিয়ে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে নামায পড়তেন, দ্বীনি বিষয়ে মোজাকারা করতেন, মসজিদ থেকেই দাওয়াত ও জিহাদের কাজকর্ম করতেন। তখন মসজিদে অনেক সামাজিক কাজও করা হতো।

মসজিদের মর্যাদা মুসলমানদের হৃদয়ের মণিকোঠায় সবসময় বিরাজমান। প্রত্যেকটি মুসলিমের হৃদয়ে মসজিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে। মসজিদ ইসলাম ও মুসলমানদের শিআর এবং পরিচয়। কোনো জনপদে গিয়ে মসজিদ দেখতে পেলে আমাদের হৃদয় জুড়িয়ে যায়। কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মসজিদ থাকা মানে সেখানে মুসলমানদের বসবাস রয়েছে। মসজিদ একটি প্রতীক। মুসলমান ও ঈমানদারদের আবাসভূমির প্রতীক। ঈমান ও ইসলামের প্রতীক।

মসজিদ প্রতিষ্ঠার ফজিলত ও মর্যাদা অত্যধিক। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের ২৮ জায়গায় মসজিদের আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা শুধু মসজিদের আলোচনা পবিত্র কুরআনের ২৮ জায়গায় আনেননি; বরং আল্লাহ তাআলা মসজিদকে তার নিজের দিকে সম্মানমূলক সম্মন্ধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لله فَلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدًا

"নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে ডেকো না।" (সূরা জিন, ৭২:১৮)

মসজিদ আল্লাহর ঘর। পৃথিবীর সকল মসজিদই আল্লাহর ঘর। যারা আল্লাহর ঘর প্রতিষ্ঠা করে, সেবা করে, রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাঁর ঘরে আবাদ করে, তারা তো অবশ্যই আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবে। ইমাম গাযালি রহ. একটি হাদিসে কুদসি বর্ণনা করেন, যেখানে মহান আল্লাহ নিজেই বলতেছেন :

إن بيوتي في أرضي المساجد وإن زواري فيها عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره.

জমিনে আমার ঘর হচ্ছে মসজিদসমূহ। মসজিদে আমার প্রতিবেশী হচ্ছে মসজিদ আবাদকারীগণ। সুসংবাদ ওই বান্দার জন্য, যে নিজ ঘরে পবিত্রতা অর্জন করার পর আমার ঘরে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন যাকে দেখতে এসেছে তার দায়িত্ব হচ্ছে দর্শনার্থীকে সম্মান করা। (এহইয়া উলমুদ্দিন : ১/১৫২)

মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও আবাদ করার ফজিলত, মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। মসজিদের কিছু আদব ও নিয়মকানুন রয়েছে। আমার এই লেখনীতে মসজিদের অর্থ, মসজিদ প্রতিষ্ঠার ফজিলত, মসজিদের আবাদ, মসজিদের আদব, মসজিদে গমনের ফজিলত ইত্যাদি বিষয়ে দলীল প্রমান সহকারে কিছু আলোচনা করব; ইনশাল্লাহ।

মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা ও মসজিদ আবাদ করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মসজিদের ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় অবস্থিত। যেখানে প্রয়োজন আছে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করব। মসজিদ আবাদ করব। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করব। মসজিদের খেদমত করব। মসজিদে দান করব। মসজিদে নিয়মিত জামাতে শামিল হবো। এক ওয়াক্ত নামায পড়ে আসার পর মন আনচান করবে আবার কখন মসজিদে যাব। মসজিদের আদব ও নিয়মকানুন মেনে মসজিদে ঢুকব এবং অবস্থান করব।

এরকম করে যদি আমরা নিজেদের গড়ে নিতে পারি তাহলে হাদিসে বর্ণিত সাত ব্যক্তির এক ব্যক্তি হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি ইনশাআল্লাহ। হাদিসে এসেছেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, যেদিন আল্লাহর রহমতের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. সেই যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার রবের ইবাদতের মধ্যে, ৩. সেই ব্যক্তি যার মন মসজিদের সাথে লেগে রয়েছে, ৪. সেই দু'ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালোবাসে আল্লাহর ওয়াস্তে, একত্রিত হয় আল্লাহর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহর জন্য, ৫. সেই ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহ্বান জানায়, কিন্তু সে এ বলে তা প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি', ৬. সেই ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না, ৭. সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর জিকির করে, ফলে তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৬০)

মন বা অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকার মর্ম হল, মসজিদের ভালোবাসা তার অন্তরে রয়েছে, মসজিদ প্রতিষ্ঠা, মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ, মসজিদের প্রয়োজন পূরণ করা, নিয়মিত মসজিদের জামাতে উপস্থিত হওয়া। যারা এ কাজগুলো করবে তাদের অন্তর মসজিদের সাথে লেগে রয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং তারা কেয়ামতের ভয়াবহ দিনে আল্লাহ তাআলার আরশের ছায়ার নিচে স্থান পাবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমিন।

মসজিদ

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ইবাদতগুলোর মধ্যে নামায হচ্ছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। যা ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ। এটা মুমিন ও কাফিরের মাঝে পার্থক্যকারী। আর এ ইবাদত পালনের অন্যতম স্থান হ'ল মসজিদ। যা পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে পছন্দের জায়গা। প্রত্যেক মুমিন প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচবার তার রবের আদেশ পালনার্থে সেখানে সমবেত হয়। এই মসজিদে আসা-যাওয়া ও অবস্থানের অনেক ফযীলত ও নিয়ম-কানূন রয়েছে। সাথে সাথে আল্লাহর ঘর মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা ও আবাদ করাও অনেক ফযীলতপূর্ণ কাজ।

মসজিদের অর্থ

মসজিদ (مسجد) শব্দটি আরবী এবং ইহা একটি স্থানবাচক শব্দ।

আভিধানিক অর্থ

যেখানে বান্দা আল্লাহর ইবাদতের নিমিত্তে সিজদা করে সেটাই মসজিদ। যদি মসজিদ শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের জন্য নির্মিত বিশেষ স্থান হয়, তাহলে এর বহুবচন (مساجد) মাসাজেদ। আর যদি মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য কপাল রাখার স্থান হয়, তাহলে শব্দটির জিম যবর বিশিষ্ট হবে, অর্থাৎ সেজদা করার স্থান।

মোটকথা, মসজিদ শব্দের আভিধানিক অর্থ: সেজদা করার স্থান।

মসজিদ শব্দটি নিম্নোক্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন-

(১) الجامع (আল-জামে'): ঐ মসজিদকে জামে' মসজিদ বলা হয় যেখানে মানুষ সপ্তাহের জুম'আর দিনে যোহরের ওয়াক্তে জুম'আর ছালাত আদায় করার জন্য একত্রিত হয়।

(২) المصلى (আল-মুছাল্লা): ছালাত অথবা দো'আর স্থান।

ইসলামী পরিভাষা

স্থায়ীভাবে সালাত আদায়ের জন্য যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে, তাকে শরীয়তের পরিভাষায় মসজিদ বলে। শরিয়তের দৃষ্টিতে মসজিদের মূল অর্থ হল, ভূ-খণ্ডের এক টুকরো জায়গা যেখানে আল্লাহর জন্য সেজদা করা হয়। কারণ, যাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) বলেন,

وجُعِلَت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيُّما رجل من أمّتي أدركته الصلاة، فليصلِّ

আমার জন্য গোটা পৃথিবী পাক-পবিত্র ও মসজিদ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং সালাতের সময় হলে যে কোন লোক যে কোন স্থানে সালাত আদায় করে নিতে পারে। [সহীহ মুসলিম (ইফা) ১০৪৪]

এটি আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তার পূর্বে যারা নবী ছিলেন, তাদের জন্য সব স্থানে সালাত আদায় করার অনুমতি ছিল না, তাদেরকে শুধু মাত্র ইবাদতের স্থানে ইবাদত করতে হত।

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিস দ্বারাও বিষয়টি প্রমাণিত। তিনি রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ

যেখানেই সালাতের সময় হবে তুমি সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে। কারণ সেটিও মাসজিদ। [সহীহ মুসলিম (ইফা) ১০৪২]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহু বলেন, *শরীয়ত যে সব স্থানে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছে, যেমন- কবরস্থান, নাপাক-স্থান, ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থান ইত্যাদি ছাড়া বাকী সব জায়গায় সালাত আদায় করা জায়েয আছে। অনুরূপভাবে যে কোন কারণেই হোক যে সব স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন, যেমন- উট বাঁধার স্থান, মানুষের চলাচলের স্থান, গোসলখানা ইত্যাদি, সে সব স্থানে সালাত আদায় করা যাবে না।*

আর জামে' হল, মসজিদের একটি গুণ। এ নামে নামকরণ করার কারণ হল, মসজিদ মুসল্লীদের একত্র করে বা মসজিদে মুসল্লীরা একত্র হয়। অথবা মসজিদ হল লোকজনের একত্র হওয়ার আলামত। এ কারণেই মসজিদকে জামে' মসজিদ বলা হয়ে থাকে। যে মসজিদে জুমুআ'র সালাত আদায় করা হয়, সে মসজিদকেও জামে' মসজিদ বলা হয়; যদিও মসজিদ ছোট হয়। কারণ, নির্দিষ্ট সময়ে এ মসজিদটি মানুষকে একত্র করে।

মসজিদের গুরুত্ব

বর্তমান যুগ হল দ্বীন ও দ্বীনি ইলমের অবক্ষয়ের যুগ। এই যুগে ইসলামের ঐতিহ্যসমূহ পদদলিত হচ্ছে, হাতছাড়া হচ্ছে মুসলমানদের প্রানপ্রিয় পবিত্র স্থানগুলো। আল্লাহ তা'আলার বড় বড় পবিত্র স্থানসমূহ হিজাজ, সিরিয়া এবং ইরাকের মুবারক ভূখন্ডে অবস্থিত হলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই বিশাল পৃথিবীর প্রতিটি টুকরায় এমন সব পুণ্যভূমি বিদ্যমান রয়েছে যা স্বীয় পবিত্রতার দিক দিয়ে বায়তুল্লাহরই মত, যাকে আমরা মসজিদ নামে অভিহিত করি।

মানুষের জীবনে এই মসজিদের গুরুত্ব, সম্মান ও ফযীলত অপরিসীম, তার অবস্থান অনেক উপরে। এর সংক্ষিপ্ত কিছু বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১. মসজিদ আল্লাহ তা'আলার ঘর, রাসূল (ﷺ) বলেন,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরের কোন এক ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন পাঠ করে এবং একে অন্যকে শিখায় এবং শিখে, তখন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয় এবং আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাআলা ঐ সমস্ত বান্দাদের ব্যাপারে তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের সামনে উল্লেখ করেন। (আহমাদ ৭৪২৭, মুসলিম ৭০২৮, আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)

আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا

যে ব্যাক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় যালেম আর কে? [সুরা বাকারা - ২:১১৪]

মসজিদের গুরুত্ব ও ফযিলত অধিক হওয়ার কারণে, মসজিদ নির্মাণে বাধা দেয়াকে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও বড় অন্যায় বলে আখ্যায়িত করেছেন উপরোক্ত আয়াতে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ

নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি। [সুরা তাওবা - ৯:১৮]

উলামায়ে কেরাম বলেন, উল্লিখিত হাদীস ও আয়াতে মসজিদকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে উল্লেখ করার মাধ্যমে মূলত মসজিদের মর্যাদা ও গুরুত্ব ফুটে উঠেছে।

২. মসজিদ পৃথিবীতে সর্বোত্তম জায়গা, আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে প্রিয় স্থান এবং দিনরাত তাঁর রহমত নাযিলের ক্ষেত্র। রাসূল (ﷺ) বলেন,

أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

আল্লাহ তা'আলার কাছে সব চাইতে প্রিয় জায়গা হল মসজিদসমূহ আর সব চাইতে খারাপ জায়গা হলো বাজারসমূহ। [সহীহ মুসলিম (ইফা) ১৪০০]

৩. মসজিদ পরকালের বাজার। আবু দারদা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) ইরশাদ করেন,

اَلْمَسَاجِدُ سُوْقٌ مِّنْ اَسْوَاقِ الْاٰخِرَةِ مَنْ دَخَلَهَا كَانَ ضَيِّفًاللهِ قِرَاهُ الْمَغْفِرَةُ وَتُحْفَتُهُ الْكَرَامَةُ

মসজিদসমূহ পরকালের বাজারস্বরুপ। যে তার মধ্যে প্রবেশ করবে সে আল্লাহর অতিথি, তার আতিথেয়তা হবে ক্ষমা দ্বারা, আর তার জন্য উপহার উপঢৌকন হল তাকে সম্মানিত ও মর্যাদাশীল করা। (হাকেম)[1]

প্রতিদিন ভোরে যেমন দুনিয়ার বাজার বসে, মানুষেরা নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী সেখানে বেচাকেনায় লিপ্ত হয়, তেমনিভাবে প্রতিদিন ভোরবেলা পরকালের বাজারও বসান হয়, আর আল্লাহর নেক বান্দারা সেদিকে ধাবিত হয়।

৪. মসজিদ ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি ফরয সালাত আদায়ের স্থান এবং এই ঘরে তাঁর যিকির ও ইবাদত হয়। তাঁর বড়ত্ব ও মহিমার বর্ণনা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; [সুরা নুর - ২৪:৩৬]

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্জন গির্জা, ইবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর। [সুরা হাজ্জ্ব - ২২:৪০]

উল্লেখ্য যে, ইসলাম পূর্ব যত দ্বীন বা শরীয়ত দুনিয়াতে এসেছিল, ইসলামের আগমনের পর এগুলো সব রহিত হয়ে গেছে। পূর্ববর্তী লোকদের দ্বীন ও ধর্ম রহিত হওয়াতে তাদের গির্জা, উপসনালয় ও সকল ইবাদতগৃহ আবাদ করাও বন্ধ করতে হবে। এখন শুধু মাত্র মুসলিমদের মসজিদসমূহই অবশিষ্ট আছে। সুতরাং, এখন শুধু মসজিদ সমূহের মান-মর্যাদা ও সম্মানকে সমুন্নত রাখতে হবে।

আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, এক বেদুইন মসজিদে পেশাব করলে নবী (ﷺ) ইরশাদ করেন,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَىْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

মসজিদে পেশাব বা কোনো ধরনের ময়লার কোনো অবকাশ নেই। এ তো কেবল আল্লাহর যিকির, নামায ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য। (সহীহ মুসলিম ২৮৫)

[1] আদাবুল মাসাজিদ - হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি (পৃষ্ঠা নাম্বার ১০)

৫. মসজিদ জান্নাতের বাগান। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ তোমরা জান্নাতের বাগানে গমন করলে সেখান থেকে ফল ভক্ষণ কর। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জান্নাতের বাগান আবার কি? হুজুর (ﷺ) বললেন, জান্নাতের বাগান হল মসজিদসমূহ। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন, জান্নাতের ফল খাওয়ার অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উত্তর দিলেন, জান্নাতের ফল খাওয়ার অর্থ হল এই কালেমা পাঠ করা –

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ[2]

৬. মসজিদ মুসলিমদের সমবেত হওয়া, পরিচয় লাভ করা এবং সম্পর্ক তৈরি করার স্থান। সেখানে কুরআন পাঠের ক্লাস হয় এবং জ্ঞান-শিক্ষার পাঠ দান করা হয়। তাঁর তাওহীদ ও রুবুবিয়াতের আলোচনা হয়।

৭. মসজিদের গুরুত্ব এবং মর্যাদার আরো একটি প্রমাণ হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করার পর সর্বপ্রথম মসজিদ বানানোর দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। আর মদিনাতে আগমনের পর সেটাই তার সর্বপ্রথম কাজ।

ফযীলত বা মর্যাদার ক্ষেত্রে মসজিদের পর্যায়ক্রম

ইসলামী শরী'আতে মসজিদের অনেক ফযীলত রয়েছে। এসব ফযীলতেও রয়েছে ভিন্নতা। কোন কোন মসজিদকে ফযীলতের দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা অন্য সকল মসজিদ থেকে আলাদা করেছেন। এক্ষেত্রে প্রথম হচ্ছে মসজিদে হারাম, দ্বিতীয় মসজিদে নববী, তৃতীয় মসজিদে আক্কছা, চতুর্থ মসজিদে ক্কোবা। তবে প্রত্যেক মসজিদের সওয়াব একই রকম নয়। কারণ, মুসলিম সমাজে দুই ধরনের মসজিদ রয়েছে। জামে মসজিদ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ইবাদতখানা (পাঞ্জেগানা মসজিদ)।

এ ছাড়াও মসজিদে হারাম, মসজিদে নববি ও মসজিদে আকসার সওয়াবও পৃথক পৃথক দেওয়া হয়। আবার মসজিদের বাইরে কোথাও নামাজ আদায় করলে তার সওয়াবের পরিমাণও আলাদা।

মসজিদে নামাজ পড়ার ফযীলত এবং সোয়াব নিয়ে অনেক হাদিস রয়েছে।

ইবন উমর রা. বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

«صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»

আমার এ মসজিদে এক সালাত আদায় করা মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত আদায় করার চেয়েও উত্তম। [বুখারী : ১১৯০; মুসলিম : ১৩৯৪। (ইবারত মুসলিমের)]

আবূ দারদা রা. থেকে বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

[2] আদাবুল মাসাজিদ - হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি (পৃষ্ঠা নাম্বার ১১)

«اَلصَّلَاةُ فِيْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ فِيْ مَسْجِدِيْ بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ فِيْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ».

মসজিদে হারামে এক নামায এক লাখ সালাতের সমান, আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) এক নামায এক হাজার সালাতের সমান এবং বাইতুল মাকদাসে এক নামায পাঁচশ সালাতের সমান। [মাজমাউয যাওয়াইদ : ৪/১১।][সহিহ ইবনে মাজাহ, হা/১১৬৩-আলবানি, মুসনাদে আহমদ, হা/১৪৬৯৪]

সাহাল ইবনে হানিফ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ

যে ব্যক্তি নিজের ঘরে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করে (সুন্নত মোতাবেক অজু করে) মসজিদে কুবায় আগমন করে নামাজ আদায় করে তাকে একটি ওমরার সমপরিমাণ সওয়াব দান করা হবে। (সুনান ইবনে মাজাহঃ ১৪১২)

মসজিদে হারাম

মসজিদে হারাম বলে কাবাগৃহসহ চারিদিক পরিবেষ্টিত মসজিদকে। এখানে 'হারাম' শব্দের অর্থ সম্মানিত। এ মসজিদের মধ্যখানে কাবাঘর অবস্থিত। মসজিদে হারামে এক নামাজ ১ লাখ নামাজের সমান।

মসজিদে নববী

মসজিদে নববী হলো ইসলামের সোনালি যুগের সব কর্মকাণ্ডের প্রথম কেন্দ্র। এ মসজিদের এক নামাজ ১ হাজার বা ৫০ হাজার নামাজের সমান। [3]

[3] আদাবুল মাসাজিদ - হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি (পৃষ্ঠা নাম্বার ১৯)

রিয়াজুল জান্নাহ

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদে নববীর একটি স্থানকে জান্নাতের বাগান বলে ঘোষণা করেছেন। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ومنبري على حَوْضِي

আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যখানে আছে জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যকার একটি বাগান। আর আমার মিম্বার হচ্ছে আমার হাওযে কাওসারের উপর। [মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) ৬৯৪, খারী ১১৯৬, মুসলিম ১৩৯১, মালিক ২১৪/৬৭১, তিরমিযী ৩৯১৬, আহমাদ ৭২২৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭৫০, সহীহ আল জামি' ৫৫৮৭]

মসজিদে আকসা

মসজিদে আকসার বিবরণ কোরআনে কারিমে একাধিকবার এসেছে।

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যান্ত, যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। [সুরা বনী-ইসরাঈল - ১৭:১]

হজরত নবী করিম (ﷺ) মিরাজ রজনীতে সেখানে গমন করেন। রাসূল (ﷺ) বলেন, মসজিদে আকসার এক নামাজ ৫ শত বা ৫০ হাজার নামাজের সমান।[4]

[4] আদাবুল মাসাজিদ - হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি (পৃষ্ঠা নাম্বার ১৯)

মসজিদে কুবা

মদীনায় হিজরতের সময় ১৪ নববী বর্ষে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় প্রবেশের আগে কুবা নামক স্থানে একটি মসজিদ তৈরী করেন। এটাই কুবা মসজিদ নামে পরিচিত। এই মসজিদে নামাজ আদায় করলে ওমরাহ সমপরিমাণ সওয়াব হওয়ার কথা হাদিসে বলা হয়েছে। এ সাওয়াব তার জন্য যে মসজিদে কুবার উদ্দেশ্যে সফর করে নাই বরং সে শুধু মদিনা হতে গিয়ে মসজিদে কুবাতে সালাত আদায় করে অথবা সে মদিনার মসজিদের উদ্দেশে সফর করেছে এবং সেখান থেকে মসজিদে কুবা যিয়ারত করতে গিয়েছে এবং তাতে সালাত আদায় করেছে। অন্যথায় তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ নাই, যা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ।

জামে মসজিদ

মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববী ব্যতীত অন্যকোনো মসজিদে মুসলমানরা সমবেত হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজসহ জুমার নামাজ জামাতে আদায় করা হলে তাকে জামে মসজিদ বলে। এ মসজিদের এক নামাজ ৫০০ নামাজের সমান।[5]

পাঞ্জেগানা মসজিদ

যে মসজিদে জুমার নামাজ ব্যতীত শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে পড়া হয়, তাকে পাঞ্জেগানা মসজিদ বলে। এ মসজিদের এক নামাজ ২৫ নামাজের সমান।

ঘর বা দোকানে নামাজ পড়া

মসজিদের বাইরে ঘরে বা দোকান ইত্যাদি জায়গায় নামাজ আদায় করলে এক নামাজের পরিবর্তে এক নামাজের সমান সওয়াব দেওয়া হবে। -মেশকাত: ৬৯৬

কোনো মসজিদকে বিশেষ ফযীলতের মসজিদ মনে করা

কোনো কোনো মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায় যে, কোনো মসজিদ অনেক পুরানো হলে, কিংবা কোনো মসজিদকে জাতীয় মসজিদ আখ্যা দেওয়া হলে অথবা কোনো মসজিদের সঙ্গে মাজার থাকলে অথবা অন্য কোনো দিক দিয়ে তাতে কোনো বিশেষত্ব থাকলে ওই

[5] আদাবুল মাসাজিদ - হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি (পৃষ্ঠা নাম্বার ১৯)

মসজিদকে ফযীলতের মসজিদ মনে করা হয়। ধারণা করা হয় যে, এই মসজিদে নামায পড়ায় অন্য কোনো মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে বেশি ছওয়াব। কোনো কোনো মানুষ তো এই উদ্দেশ্যে সফর পর্যন্ত করে থাকে।

অথচ এসব উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মসজিদে ভ্রমণ হাদীসে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে,

عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى

মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুর রাসূল (মসজিদে নববি) এবং মাসজিদুল আকসা (বায়তুল মাক্বদিস) তিনটি মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (সালাতের) উদ্দেশে হাওদা বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করা যাবে না)। [সহীহ বুখারী হা/১১৮৯, ১/১৫৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১১৬, ২/৩২৭ পৃঃ); মিশকাত হা/৬৯৩, পৃঃ ৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৪১, ২/২১৪ পৃঃ]।

আরও দেখা যায়, তারা এ জাতীয় মসজিদের জন্য মান্নত করেন এবং বাচ্চাদেরকে বরকতের জন্য বা অসুস্থদেরকে সুস্থতার জন্য সেসব মসজিদে স্পর্শ করিয়ে নিয়ে আসেন।

এগুলো হল ভিত্তিহীন ধারণা ও অর্থহীন কাজ। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বা এ জাতীয় আরও কোনো বৈশিষ্ট্য কোনো মসজিদের শরয়ী মর্যাদা ফযীলত বৃদ্ধি করে না। সকল মসজিদই আল্লাহর ঘর এবং ফযীলতের দিক থেকে সবগুলোর মর্যাদা এক সমান। কোনো ঐতিহাসিক বিশেষত্বের কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে কোনো মসজিদ বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হতেই পারে, কিন্তু এতে করে আল্লাহর ঘর হওয়ার দিক থেকে এবং ফযীলতের দিক থেকে কোনো ব্যবধান সৃষ্টি হয় না। সকল মসজিদ এক মর্যাদার।

উপরোক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মহল্লার মসজিদ ছেড়ে অন্য কোনো মসজিদে নামায পড়া যাবে না; বরং উদ্দেশ্য হল, উপরোক্ত ভুল ধারণাটি সংশোধন করা উচিত। একটি উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে মসজিদে কোনো বুযুর্গ আলেম ইমাম হিসেবে আছেন এবং সেখানে দ্বীনী তা'লীম ও মোযাকারার ব্যবস্থা রয়েছে সেই মসজিদ যদি অন্য কোনো মহল্লায়ও হয় তবুও সেখানে দ্বীনী ও ইলমী উন্নতির স্বার্থে যাওয়া মোটেই নিষেধ নয়।

জীবন্ত মসজিদ

প্রত্যেক জিনিসের একটি জীবনীশক্তি থাকে। জীবনীশক্তিহীন হয়ে গেলে সেই জিনিস জীবনহীন হয়ে পড়ে। মসজিদেরও একটি জীবনীশক্তি আছে। মসজিদের সেই জীবনীশক্তি রক্ষা হয় কুরআনের শিক্ষা দ্বারা। ইসলাম ধর্মের মূল ও ভিত্তি স্থাপিত কুরআনের উপর, সুন্নাতে রাসূলুল্লাহর উপর, সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশেদীনের উপর এবং খইরুল কুরুন বা সত্য যুগের সত্য খলীফাগনের ব্যাখ্যার উপর।

এই হাদিসটি থেকে আমরা সত্য যুগের ধারনা লাভ করি। ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন,

أنّه قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ متفقٌ عَلَيْهِ

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার (সাহাবীদের(যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবেয়ীদের) যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবে-তাবেয়ীনদের) যুগ। অতঃপর তোমাদের পর এমন এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদেরকে সাক্ষী মানা হবে না। তারা খেয়ানত করবে এবং তাদের নিকট আমানত রাখা যাবে না। তারা আল্লাহর নামে মানত করবে কিন্তু তা পুরা করবে না। আর তাদের দেহে স্থূলত্ব প্রকাশ পাবে। (বুখারী ২৬৫১, মুসলিম ৬৬৩৮)

সত্য যুগে মুসলমানদের মসজিদগুলো ছিল জীবন্ত, প্রাণবন্ত। তখন মসজিদ যেমন ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান কেন্দ্র, তেমনই ছিল ধর্ম শিক্ষা কেন্দ্র, প্রচার কেন্দ্র। শিক্ষা ও প্রচার ছাড়া ইসলাম ধর্ম বেঁচে থাকতে পারে না। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মসজিদ একাধারে ইবাদত-বন্দেগীর স্থান, সামাজিক ও ধর্মীয় মিলনায়ন, বিচার-ফয়সালার স্থান, নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সূতিকাগার। মোট কথা মুসলিম জাতির ঈমান-আকীদা, ইবাদত-বন্দেগী হতে শুরু করে শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়, রাষ্ট্র শাসন-সংস্কার-পরিচালনায়, গবেষণা-সমস্যা নির্ণয়-সমাধানে এবং এসমস্তকিছু বাস্তবায়ন ও কার্যকরী করার কেন্দ্ররুপে মসজিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

মসজিদে দিনের মধ্যে অন্তত পাঁচবার হাজির হয়ে সকলে এক জামাত হয়ে পূর্ণ একতা ও পূর্ণ সহযোগিতা প্রদর্শনী সহকারে আল্লাহ তাআলাকে সিজদা করা বাধ্যতামূলক ছিল সমস্ত মুসলমানের উপর। এই ছিল জীবন্ত যুগে জীবন্ত মুসলিম জাতির জীবন্ত মসজিদের নমুনা। যখন আমরা এই নমুনা অনুসারে কাজ করতে সক্ষম হব তখন আবার আমরাও জীবন্ত মুসলিম হতে পারব ইনশাল্লাহ।

সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

দুনিয়ার সর্বপ্রথম ঘর মসজিদ এবং প্রথম মসজিদ হ'ল মক্কায় অবস্থিত মসজিদে হারাম বা বায়তুল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। [সুরা ইমরান - ৩:৯৬]

দুনিয়ার সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ হল – 'মসজিদে হারাম'। এরপরে রয়েছে আল-মসজিদুল আকসা। আবূ কামিল আল-জাহাদারী, আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহঃ) ... আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ قَالَ " الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ " . قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " الْمَسْجِدُ الأَقْصَى " . قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ " أَرْبَعُونَ سَنَةً وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ " . وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ " ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّهْ فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ

তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল? তিনি বললেন, মাসজিদুল হারাম (কা'বাগৃহ)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, অতঃপর কোনটি। তিনি বললেন, মাসজিদুল আক্বসা (বায়তুল মুকাদ্দাস)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই দুটির মধ্যে কালের ব্যবধান কতটুকু? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তবে যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত হবে, সেখানেই নামায আদায় করে নিবে। সেটিই মসজিদ। [সহীহ মুসলিম (ইফা ১০৪৪, আন্তর্জাতিক ৫২০)]

পৃথিবীর প্রথম মসজিদ কা'বা ঘর সর্বপ্রথম নির্মাণ করেন আদম (আঃ) । পরে ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র সন্তান ও তাঁর স্ত্রীকে এই মসজিদের নিকটে রেখে আল্লাহর কাছে এই বলে দো'আ করেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ - رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ -

যখন ইব্রাহীম বললেনঃ হে পালনকর্তা, এ শহর (মক্কা)-কে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। হে পালনকর্তা, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কায়েম রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের

প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুযী দান করুন, সম্ভবতঃ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। [সুরা ইবরাহীম - ১৪: ৩৫-৩৭]

পরে আল্লাহর আদেশে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ করেন এবং আল্লাহর কাছে এই বলে দো'আ করেন,

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। [সুরা বাকারা - ২:১২৭]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সময় কা'বা ঘরের দেয়ালগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং কা'বা ঘর থেকে মূল্যবান মালামাল চুরি হয়ে যায়। তখন কুরায়েশরা কা'বা ঘর সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। রাসূল (ﷺ) এর বয়স ছিল তখন ৩৫ বছর। কা'বা নির্মাণের পর হাজারে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে কুরাইশদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মধ্যস্ততায় এর সমাধান হয় এবং গোত্রীয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। ফলে সকলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পায়।

হালাল টাকার অভাবে কুরাইশরা কা'বাকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর মূল ভিত্তির উপর নির্মাণ করতে পারেনি। ফলে হাত্বীমকে কা'বার দেয়ালের বাইরে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সার্বিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এটা থেকে বিরত থাকেন।

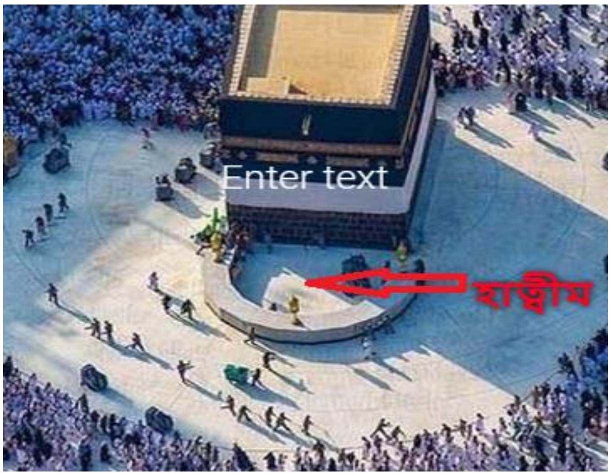

আয়িশাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাকে বলেনঃ

يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهِ

হে আয়িশাহ! যদি তোমার কওমের যুগ জাহিলিয়াতের নিকটবর্তী না হত তাহলে আমি কা'বা ঘর সম্পর্কে নির্দেশ দিতাম এবং তা ভেঙ্গে ফেলা হত। অতঃপর বাদ দেয়া অংশটুকু আমি ঘরের অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম এবং তা ভূমি বরাবর করে দিতাম ও পূর্ব-পশ্চিমে এর দু'টি দরজা করে দিতাম। এভাবে কা'বাকে ইব্রাহীম ('আ.) নির্মিত ভিত্তিতে সম্পন্ন করতাম। [সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন) ১৫৮৬]

আয়েশা (রাঃ)-এর বোনের ছেলে বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে (৬৪-৭৩ হিঃ) ৬৪ হিজরী সনে কা'বাগৃহ ভেঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইচ্ছানুযায়ী তা পুনর্নির্মাণ করেন। কিন্তু ৭৩ হিজরী সনে তিনি যুদ্ধে নিহত হ'লে উমাইয়া খলীফা আব্দুল

মালিক ইবনু মারওয়ানের নির্দেশে গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তা পুনরায় ভেঙ্গে আগের মত হাত্বীমকে বাইরে রেখে নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে আব্বাসীয় খলীফা মাহদী ও হারূণ এটি পুনর্নির্মাণ করে রাসূল (ﷺ)-এর ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) তাদেরকে বলেন, 'আপনারা কা'বা গৃহকে রাজা-বাদশাহদের খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করবেন না।[6] বর্তমানে এভাবেই কা'বা ঘর রয়েছে এবং হাজীগণ হাত্বীমের বাহির দিয়েই তাওয়াফ করেন।

[6] তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা বাক্বারাহ ১২৭-১২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র. সীরাতুর রাসূল (ﷺ) ৮১ পৃঃ।

মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব ও ফযীলত

ইতিপূর্বে আলোচিত মসজিদের এত অত্যধিক গুরুত্ব এবং মর্যাদার কারণেই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করায়ও রয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব এবং ফযীলত । এ বিষয়ে অনেক আয়াত ও হাদিস বর্ণিত আছে, যা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। তার আগে আমরা জেনে নেই মসজিদ প্রতিষ্ঠা বলতে কি বুঝায়।

মসজিদ প্রতিষ্ঠা দুই প্রকার:

(ক) মসজিদ নির্মাণ করা –

বলতে বুঝায় মিস্ত্রী-শ্রমিক বা মুসল্লীগন নিজেরাই আর্থিক ও কায়িক সাহায্য দ্বারা বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করে নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্য একটি ঘর তৈরী করা অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা।

(খ) মসজিদ আবাদ করা –

বলতে বুঝায় প্রকৃত অর্থে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা, আর সেটি এভাবে যে, সেখানে নামাজ আদায় করা, যিকির করা, কুরআন তিলাওয়াত করা এবং অন্যান্য ইবাদত করা। অর্থাৎ ইটপাথরের কোন মুর্দা মসজিদ প্রতিষ্ঠা নয় বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে জীবন্ত মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা।

মসজিদ প্রতিষ্ঠার এই উভয় দিক শামিল হয় আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী থেকে-

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ

নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায ও আদায় করে যাকাত; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। [সুরা তাওবা - ৯:১৮]

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব এবং ফযীলত

ইসলামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার অনেক গুরুত্ব এবং ফযীলত রয়েছে। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান ইবনে আফফান রা. রাসুলে কারিম (ﷺ)-র মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে নববী বর্ধন ও সংস্কার করছিলেন। তখন কিছু মানুষ অপছন্দ করল। তারা চাচ্ছিল মসজিদ আগের মতোই থাকুক। তাদেরকে উসমান রা. বললেন, ব্যস হয়েছে, তোমরা অনেক কথা বলেছ, আমি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلهِ تَعَالَى (يَبْتَغِى بِهِ وَجْهَ اللهِ) بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দেন। [সহীহ বুখারী (ইফাঃ৪৩৭, আন্তর্জাতিকঃ ৪৫০)]

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়

অন্য বর্ণনায় এসেছে يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ অর্থাৎ মসজিদ নির্মাণ দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়, অন্য কোন কারণে মসজিদ নির্মাণ করে না। অনেকে শত্রুতাবশত মহল্লাহর মসজিদ থেকে ভিন্ন হয়ে গিয়ে মসজিদ বানায়, নিজের সুনাম রক্ষার জন্য কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্য মসজিদ বানায়, তাহলে সে এই ফজিলত পাবে না। কারণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য ছিল না। তাই মসজিদ নির্মাণের আগে আল্লাহর সন্তুষ্টি লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। আল্লাহর সন্তুষ্টি লক্ষ্য থাকা কেবল মসজিদ নির্মাণের সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং তা অত্যন্ত ব্যাপক। সকল ইবাদতের মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা আবশ্যক। নইলে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।

দ্বিতীয় বিষয় হল, জান্নাতে ঘর নির্মাণের এই ফজিলত পাওয়ার জন্য মসজিদ নির্মাণের জন্য ব্যয় করতে হবে। মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর মসজিদে দান করলে সওয়াব হবে; তবে জান্নাতে ঘর নির্মিত হওয়ার ফজিলত পাওয়া যাবে না। এই ফজিলত কেবল মসজিদ নির্মাণের সাথে সম্পৃক্ত।

মসজিদ নির্মাণের অত্যধিক ফজিলতের কারণ ফুটে ওঠেছে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.)'র এই কথা থেকে। তিনি বলেন, 'মসজিদ হলো উম্মাহর ইবাদাতগাহ ও মিলনকেন্দ্র। নবি (ﷺ) প্রতিষ্ঠিত মসজিদের কর্মসূচি ছিল নামায, কুরআন শিক্ষা, জিকির, নেতৃত্ব ও সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা। মুসলিমরা তাতে একত্রিত হতো তাদের ধর্মীয় ও বৈষয়িক যেকোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে।'

মসজিদ নির্মাণ নবীদের কাজ

নবীদের অন্যতম কাজ হ'ল মসজিদ নির্মাণ করা ও তা আবাদ করা। যেমন-

আদম (আঃ)

কা'বা ঘর প্রথম ফেরেশতারা নির্মাণ করেন। অতঃপর আদম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন। কা'বা নির্মাণের ৪০ বছর পর আদম (আঃ) অথবা তাঁর কোন সন্তানের দ্বারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ করা হয়।[7]

ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)

প্রথম রাসূল নূহ (আঃ)-এর সময় প্লাবনে বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হ'লেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইবরাহীম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

[7] https://www.hadithbd.com/hadith/filter/?book=12&hadith=3425

যখন আমি ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়েছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তাওয়াফকারীদের জন্যে, নামাযে দন্ডায়মানদের জন্যে এবং রকু সেজদাকারীদের জন্যে। [সুরা হাজ্জ্ব - ২২:২৬]

ইবরাহীম (আঃ)-কে কা'বা ঘর নির্মাণ করতে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করেছিলঃ পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। [সুরা বাকারা - ২:১২৭]

দাঊদ (আঃ)

ইয়া'কূব (আঃ) কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের প্রায় হাযার বছর পর দাঊদ (আঃ) পুনরায় তা নির্মাণ শুরু করেন এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান (আঃ) এর কাজ সমাপ্ত করেন। আর সুলায়মান (আঃ) জিনদের দ্বারা মসজিদের কাজ সম্পন্ন করেছেন।[8] আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা (বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের) *এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।* [সুরা সা'বা - ৩৪:১৪]

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-'আলিহি ওয়া-সাল্লাম

মহানবী (ﷺ) মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে প্রথমে কুবা নামক স্থানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। [সুরা তাওবা - ৯:১০৮]

কুবা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে আল্লাহ জুম'আর নামাজ ফরয করেন। ইয়াছরিবের উপকণ্ঠে পৌঁছে বনু সালেম বিন আওফ গোত্রের 'রানূনা' উপত্যকায় তিনি ১ম জুম'আর ছালাত আদায় করেন। যাতে একশত জন মুছল্লী শরীক হন। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক প্রথম জুম'আ।[9]

---

[8] তাফসীরে তাকী উসমানী [সুরা সা'বা - ৩৪:১৪] - শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

[9] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া ২/২১১ - ইবনে কাসির আদ দামেশ্কী (রহ.)

রাসূল (ﷺ) মদীনায় গিয়ে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন এবং সাহাবীগণ তাঁর সাথে তাঁকে সহযোগিতা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, (মসজিদে নববী নির্মাণের সময়) আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর 'আম্মার (রাঃ) দু'টো দু'টো করে কাঁচা ইট বহন করছিল। নবী করীম (ﷺ) তা দেখে তাঁর দেহ হ'তে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন,

وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ

আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।

তখন আম্মার (রাঃ) বললেনঃ আমি ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। [সহীহ বুখারী (ইফা) ৪৩৪]

মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করা ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য

পবিত্র কুরআনে সুরা তাওবা (আয়াত ১৮) থেকে আমরা দেখি যে ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা মসজিদ আবাদ করে। যারা মসজিদ আবাদ করে তাদের ঈমান সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া যায় যে, তারা ঈমানদার। কারণ তারা মসজিদ আবাদ করে, মসজিদ নির্মাণ করে।

ইমাম কুরতুবি রহ. উপরোক্ত আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাদেরকে মুমিন হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, যারা নামায আদায়ের মাধ্যমে মসজিদকে প্রাণবন্ত রাখবে, মসজিদকে পরিচ্ছন্ন রাখবে, মসজিদের সংস্কার কাজ করবে এবং সর্বোপরি আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।'

আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত নবী (ﷺ) বলেছেন ''যখন তোমরা দেখবে যে, মানুষ মসজিদে (নামাযের জন্য) নিয়মিত উপস্থিত হচ্ছে, তখন তোমরা তার ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দাও।'' এরপর তিনি সুরা তাওবা (আয়াত ১৮) তিলাওয়াত করেন। (তিরমিযীঃ সূরা তাওবার তাফসীর)[10]

সালাফ থেকে বর্ণিত আছে :

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْمُرُ الْمَسْجِدَ فَحَسِّنُوا بِهِ الظَّنَّ

যখন তোমরা কাউকে মসজিদ নির্মাণ করে দেখো, তার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করো। (তাফসিরে কুরতুবি)

মসজিদ নির্মাণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতকে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ

[10] সুরা তাওবা (১৮) তাফসীর আহসানুল বায়ান - আল্লামা হাফিয সালাহুদ্দীন ইউসুফ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পাড়ায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং সুবাসিত করতে হুকুম দিয়েছেন। [সুনান আত তিরমিজী (ইফা) ৫৯৪]

মসজিদ নির্মাণ হল সদকায়ে জারিয়া

মানুষ মরণশীল। অতীতের কেউ নেই, আজকেরও কেউ থাকবে না, থাকবে না ভবিষ্যতেরও কেউ। সবাই চলে যাবে। যেতে হবে। না গিয়ে কোনো উপায় নেই। যত বড় সম্পদশালী ও ক্ষমতাশালীই হোক না কেন তাকেও যেতে হবে। আল্লাহ বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। [সুরা ইমরান - ৩:১৮৫]

মৃত্যুর পর মানুষের আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়; তবে সদকায়ে জারিয়া থাকলে সেগুলোর সওয়াব কবরেও পেতে থাকে। সদকায়ে জারিয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে মসজিদ নির্মাণ করা।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ-

মুমিনের মৃত্যুর পরও তার যেসব নেক আমল ও নেক কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে, তার মধ্যে- (১) ইলম বা জ্ঞান যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে (২) নেক সন্তান যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে (৩) কুরআন যা সে উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে (৪) মসজিদ যা সে নির্মাণ করে গেছে (৫) মুসাফিরখানা যা সে পথিক মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে (৬) কূপ, যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি পানের জন্য এবং (৭) দান-খয়রাত, যা সুস্থ ও জীবিতাস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে দান করে গেছে। মৃত্যুর পর এসব কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে। [সুনান ইবনু মাজাহ ৪/২৪২]

জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম

জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হ'ল মসজিদ নির্মাণ করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সুপ্রসন্নতা অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি মাসজিদ তৈরী করে চাই তা ছোট হোক বা বড়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করেন। [সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত) ৩১৯]

আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেন

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পাখির বাসার মত অথবা তার চেয়েও ছোট আকারের একটি মসজিদ বানিয়ে দেয়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্তে একটি গৃহ নির্মাণ করে দেন। (সুনান ইবনে মাজাহ ৭৩৮)

মসজিদ নির্মাণকাজে শরিক থাকলেও ফযীলত পাবে

উপরের হাদিসে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি একাকী মসজিদ নির্মাণ করবে তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন। কিন্তু সকলের দ্বারা তো একাকী মসজিদ বানানো সম্ভব না। বরং মসজিদ নির্মাণকাজে শরিক থাকে। কেউ এক ব্যাগ সিমন্টে দেয়, কেউ রড দেয়, কেউ বালি দেয়। এভাবে সামান্য টাকা দিয়েও অংশগ্রহণ করে থাকে। আশার কথা হচ্ছে তাদের জন্যও আল্লাহ তাআলা জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন। আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেন

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পাখির বাসার মত অথবা তার চেয়েও ছোট আকারের একটি মসজিদ বানিয়ে দেয়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্তে একটি গৃহ নির্মাণ করে দেন। (সুনান ইবনে মাজাহ ৭৩৮)

ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, যারাই মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করবে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অংশগ্রহণের পরিমাণ অনুযায়ী প্রতিদান পাবে।

তদ্রুপ এ হাদিস দ্বারা বুঝতে পারি, এই ফযীলত পাওয়ার জন্য সুবিশাল মসজিদ নির্মাণ করা আবশ্যক না। ছোটো মসজিদ নির্মাণ করলেও আল্লাহ তাআলা জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করে দিবেন।

মসজিদ আবাদের গুরুত্ব এবং ফযীলত

মসজিদ নির্মাণের পর মসজিদের হক আদায় করতে হবে। মসজিদ আবাদ করতে হবে। টাকা আছে সুন্দর মসজিদ বানিয়ে দিলাম আর জান্নাতে চলে যাব, এমন ধারণা করা ঠিক না। মসজিদ নির্মাণের পর দায়িত্ব এসে যায় মসজিদ আবাদ করা। মসজিদে নিয়মিত জামাত অনুষ্ঠিত হওয়া, জিকির, তেলাওয়াত, ইবাদত, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, মসজিদে অবস্থান ইত্যাদির মাধ্যমে মসজিদকে আবাদ করতে হবে। মসজিদ আবাদের ফযীলতও অনেক।

মসজিদে গমন ও জামাআতে র ফযীলত

মসজিদ নির্মাণের পর মুমিনদের দায়িত্ব হ'ল মসজিদে গমন করে মসজিদের হকগুলো আদায় করা। মসজিদ গমনের অনেক ফযীলত রয়েছে। মসজিদ আবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নিয়মিত জামাতে শরিক হওয়া, মসজিদে গমন করা।

সওয়াব লাভ, গোনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি

মসজিদে গমনের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে উত্তম প্রতিদান দেন, গোনাহ মাফ করেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

وَما مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مَسْجِدٍ مِن هذِه المَساجِدِ، إلّا كَتَبَ اللَّهُ له بكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوها حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بها دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عنْه بها سَيِّئَةً، وَلقَدْ رَأَيْتُنا وَما يَتَخَلَّفُ عَنْها إلّا مُنافِقٌ مَعْلُومُ النِّفاقِ، وَلقَدْ كانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى به يُهادَى بيْنَ الرَّجُلَيْنِ حتّى يُقامَ في الصَّفِّ.

কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে তারপর (নামায আদায় করার জন্য) কোন একটি মসজিদে উপস্থিত হয়, তাহলে মসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ ফেলবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে পাপ দূর করে দেন। (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন) আমরা মনে করি, যার মুনাফিকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক ছাড়া কেউই জামা'আতে নামায আদায় করা ছেড়ে দেয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা'আতে উপস্থিত হত যাকে দু'জন মানুষের কাধেঁ ভর দিয়ে এসে নামাযের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত। [সহীহ মুসলিম (ইফা) ১৩৬১]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ-

আমি কি তোমাদের সে জিনিসটির খবর দেব না যার সাহায্যে আল্লাহ গোনাহ মুছে দেন এবং যার মাধ্যমে তোমাদের মর্যাদা উন্নত হয়? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন, 'অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদে আসার জন্যে বেশি পদচারণা করা এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই তোমাদের (আল্লাহর রাস্তায়) পাহারা দেওয়া। [সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী) ৪৭৫-(৪১/২৫১)]

মসজিদে নববীর পাশে কিছু জায়গা খালি হলে বানু সালামাহ গোত্র সেখানে এসে বসতি স্থাপন করতে মনস্থ করল। বিষয়টি রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে পৌছলে তিনি তাদের (বানু সালিমাহ গোত্রের লোকদের) উদ্দেশে বললেনঃ

يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ

হে বানু সালিমাহ গোত্রের লোকেরা! তোমরা তোমাদের ঐ বাড়ীতেই থাকো। কারণ তোমাদের সালাতের জন্য মসজিদে আসার প্রতিটি পদক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হয়। [সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী) ১৪০৫-(২৮০/৬৬৫)]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَن تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ فأسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشى إلى الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ، فَصَلّاها مع النّاسِ، أَوْ مع الجَماعَةِ، أَوْ في المَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ له ذُنُوبَهُ-

যে ব্যক্তি নামাযের জন্য পূর্ণরূপে ওযূ করল, তারপর ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'ল এবং মানুষের সাথে তা আদায় করল। অথবা তিনি বলেছেন, জামা'আতের সাথে অথবা বলেছেন, মসজিদে নামায আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। [সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী) ৪৩৭]

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলে কারিম (ﷺ) ইরশাদ করেন,

مَنْ غَدَا إلى المسجدِ أو رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ له في الجنةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أو رَاحَ

যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধা মসজিদে আসা-যাওয়া করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে প্রতি সকাল-সন্ধ্যার জন্য আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। [সহিহ মুসলিম (ইফা ১৩৯৮)]

যে ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে গমন করে, চাই নামাযের জন্য অথবা ইলম শিক্ষার জন্য অথবা অন্য কোনো কল্যাণকর কাজের জন্য, সে যতবারই মসজিদে গমন করে আল্লাহ তা'আলা তার আমলের প্রতিদান হিসেবে তার জন্য জান্নাতে আপ্যায়ন সামগ্রী প্রস্তুত করেন।[11]

হজ্জের সমান ছওয়াব

জামা'আতে ছালাত আদায়কারীকে রাসূল (ﷺ) হজ্জকারীর ন্যায় মর্যাদাবান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ

যে ব্যক্তি অযু করে ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, সে ইহরামধারী হাজ্জীর অনুরূপ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি কেবলমাত্র চাশতের নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যায় সে উমরাহকারীর ন্যায় ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামায আদায়ের পর হতে পরের ওয়াক্ত নামায আদায় করাকালীন সময়ের মধ্যে কোনরূপ বেহুদা কাজ ও কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়, তার আমলনামা সপ্তাকাশে (ইল্লিন) লিপিবদ্ধ হবে, অর্থাৎ সে উচ্চমর্যাদার অধিকারী হবে। [সুনান আবূ দাউদ (ইফা) ৫৫৮]

আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ

আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

ثلاثةٌ كلُّهم ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ رجلٌ خرج غازيًا في سبيلِ اللهِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفَّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ راحَ إلى المسجدِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفَّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ دخل بيتَه بسلامٍ فهو ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ-

তিন প্রকার লোকের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। ১. যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হয়, তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তার যিম্মাদার। অতঃপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেবেন। ২. যে ব্যক্তি মসজিদে যায়, আল্লাহ তার যিম্মাদার। এমনকি তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন। ৩. যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে, আল্লাহ তার যিম্মাদার'। [সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) ২৪৯৪]

[11] https://hadeethenc.com/bn/browse/hadith/5436

আল্লাহ সম্মান করেন

মসজিদে আগমনকারীকে আল্লাহ নিজেই সম্মান করেন। সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرٌ لِلّهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ

যে ব্যক্তি স্বীয় বাড়িতে ওযূ করে তারপর মসজিদে আগমন করে, সে আল্লাহর যিয়ারতকারী। যার যিয়ারত করা হয় তার উপর ওয়াজিব হল, যিয়ারতকারীর সম্মান করা। [তাবরানী, মু'জামুল কাবীর হা/৬১৩৯, ৬১৪৫; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হা/১৬৪৬৫]

জিহাদে অংশগ্রহণকারীর মত ছওয়াব পাবে

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ

যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কোন উত্তম বিষয় শিক্ষা দানের জন্য বা শিক্ষা লাভের জন্য আসে, সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদরত ব্যক্তির মর্যাদাসম্পন্ন স্থানীয়। আর যে ব্যক্তি ভিন্নতর উদ্দেশে আসে, সে অপরের সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপকারীর তুল্য। [সুনান ইবনু মাজাহ ২২৭]

কিয়ামতের দিন আলো হবে

ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদ গমন করার অন্যতম ফযীলত হ'ল কিয়ামতের দিন মসজিদে গমনকারীর জন্য আলোকময় হবে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যারা অন্ধকার রজনীতে মসজিদে হাযির হয়ে জামাআতে নামায আদায় করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও। [সুনান আবূ দাউদ (ইফা) ৫৬১]

অন্যত্র রাসূল (ﷺ) বলেন,

إنَّ اللهَ لَيُضيءُ لِلَّذينَ يتخلَّلونَ إلى المساجدِ في الظُّلَمِ بنورٍ ساطعٍ يومَ القيامةِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিদের জন্য উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা করবেন যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে। [তাবারানী, মু'জামুল আওসাত ১/২৫৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩১৭]

আরশের নিচে স্থান লাভ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

যে দিন আল্লাহর রহমতের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'লা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. সে

যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার রবের ইবাদাতের মধ্যে, ৩. সে ব্যাক্তি যার কলব মসজিদের সাথে লেগে রয়েছে, ৪. সে দু'ব্যাক্তি যারা পরস্পরকে ভালোবাসে আল্লাহর ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্লাহর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহর জন্য, ৫. সে ব্যাক্তি যাকে কোন উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহ্বান জানায়, কিন্তু সে এ বলে তা প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি', ৬. সে ব্যাক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানেনা, ৭. সে ব্যাক্তি যে নির্জনে আল্লাহর জিকির করে, ফলে তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়। [সহীহ বুখারী (ইফা) ৬২৭]

ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ

কোন ব্যাক্তির জামা'আতের সাথে নামাযের সওয়াব, তাঁর নিজের ঘরে বাজারে আদায়কৃত নামাযের সওয়াব দ্বিগুণ করে ২৫ গুন বাড়িয়ে দেয়া হয়। এর কারণে এই যে, সে যখন উত্তমরূপে অযু করল, তারপর একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে রওয়ানা করল তখন তাঁর প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্তবা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করা হয়। নামায আদায়ের পর সে যতক্ষণ নিজ নামাযের স্থানে থাকে, ফিরিশতাগণ তার জন্য এ বলে দু'আ করতে থাকেন- "হে আল্লাহ! আপনি তার উপর রহমত বর্ষণ করুণ এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করুণ।" আর তোমাদের কেউ যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে স নামাযরত বলে গণ্য হয়। [সহীহ বুখারী (ইফা) ৬১৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ফেরেশতা বলতে থাকে,

اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ

হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল করো। এরূপ দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকে যতক্ষণ না সে কাউকে কষ্ট দেয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ওযু নষ্ট না করে। [সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী) ১৩৯২-(২৭২/৬৪৯)]

জামাআত না পেলেও জামাআতের সওয়াব লাভ

মসজিদে গমনের অন্যতম ফযীলত হল, কোন কারণে মসজিদে জামাআত না পেলেও জামাআতের সওয়াব পাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا-

যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ (ওজু/অজু/অযু) করার পর মসজিদে গিয়ে দেখতে পায় যে, নামাযের জামাআত শেষ হয়ে গিয়েছে- মহান আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকেও তাদের অনুরূপ ছওয়াব প্রদান

করবেন- যারা মসজিদে হাযির হয়ে জামাআতের সাথে পুরা নামায আদায় করেছে। তাতে জামাআতে নামায আদায়কারীদের ছওয়াব কম হবে না। [সুনান আবূ দাউদ (ইফা) ৫৬৪]

হেঁটে জামাআতে অংশগ্রহণকারীর ছওয়াব লেখার জন্য ফেরেশতারা প্রতিযোগিতা করে

ইবনে আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانِى اللَّيْلَةَ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِى الْمَنَامِ ...قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِى فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فِى الْكَفَّارَاتِ. وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْىُ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِى الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার নিকট এসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঘুমের মধ্যে বা স্বপ্নযোগে। ...তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিবাদ করছে? আমি বললামঃ হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে। কাফফারাত অর্থ "নামাযের পর মসজিদে বসে থাকা, নামাযের জামা'আতে উপস্থিতির জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুষ্ঠভাবে উযূ করা"। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের সাথে মরবে এবং তার জন্ম দিনের মত গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যাবে। [সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত) ৩২৩৩]

জাহান্নাম ও মুনাফেকী থেকে মুক্তি

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ-

কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করতে পারবে তাকে দু'টি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ১. জাহান্নাম হ'তে নাজাত এবং ২. মুনাফেকী হ'তে মুক্তি'। [সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত) ২৪১]

মসজিদে অবস্থানের ফযীলত

মসজিদ পবিত্র স্থান, যেখানে আল্লাহর ইবাদত করা হয়। মসজিদে ইবাদতের আগে ও পরে অবস্থান করার মধ্যেও বান্দার জন্য অনেক নেকী রয়েছে। যেমন-

ফেরেশতাদের দো'‘আ লাভ

যারা মসজিদে এসে তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু'রাক'আত নামায আদায় করার পর ফরয নামাযের জন্য বসে থাকে কিংবা ফরয নামাযের পরে মসজিদে বসে থাকে তাদের জন্য ফেরেশতাগণ ক্ষমা লাভের দো'আ করতে থাকেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ اغْفِ لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ-

তোমাদের কেউ যতক্ষণ তার নামাযের স্থানে থাকে তার ওযূ ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ফেরেশতাগণ এই বলে দো'আ করেন যে, হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে রহম করুন। আর তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তির নামায তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়া হ'তে বিরত রাখে, সে নামাযরত আছে বলে পরিগণিত হবে। [সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ৬২৬]

আল্লাহ আনন্দিত হন

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন,

مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ وَالذِّكْرِ إِلاَّ تَبَشْبَشَ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ-

কোন মুসলিম ব্যক্তি যতক্ষণ মসজিদে নামায ও যিকিরে রত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তাঁর প্রতি এতটা আনন্দিত হন, প্রবাসী ব্যক্তি তাঁর পরিবারে ফিরে এলে তারা তাকে পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়'। [সুনান ইবনু মাজাহ ৮০০]

আল্লাহ গর্ব করেন

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করলাম। তারপর যার চলে যাওয়ার চলে গেল এবং যার থেকে যাওয়ার থেকে গেল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এত দ্রুতবেগে আসলেন যে, তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হ'তে লাগল। তিনি তাঁর দু'হাঁটুর উপর ভর করে বসে গেলেন এবং বললেন,

فَقَالَ " أَبْشِرُوا هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى"

তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক আসমানের একটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নিকটে তোমাদের সম্পর্কে গর্ব করে বলছেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখ, তারা এক ফরয আদায়ের পর পরবর্তী ফরয আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে। [সুনান ইবনু মাজাহ ৮০১]

পাপের কাফফারা

ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার নিকটে এসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মতে তিনি বলেছেন, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নযোগে। তারপর তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিবাদ করছে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আমি বললাম, না। তিনি তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মধ্যখানে রাখলেন। এমনকি আমি আমার দুই স্তনের বা বুকের মাঝে এর শীতলতা অনুভব করলাম। আসমান-যমীনে যা কিছু আছে আমি তা অবগত হ'লাম। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিবাদ করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে।

কাফফারাত অর্থ- *' নামাযের পর মসজিদে বসে থাকা, নামাযের জামা'আতে উপস্থিতির জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুষ্ঠভাবে উযূ করা। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের সাথে মরবে এবং তার জন্ম দিনের মত গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যাবে।'*। [সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত) ৩২৩৩]

নবী (ﷺ)-র সুন্নাত

জাবের বিন সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا

নবী (ﷺ) যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন, তিনি মুসাল্লায় বসে থাকতেন, যতক্ষন না ভালভাবে সূর্যোদয় হত। [সহীহ মুসলিম (ইফা) ১৪০০]

পূর্ণ হজ্জ ও পূর্ণ ওমরার নেকী লাভ

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ " . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে ফজরের নামায আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানে বসে আল্লাহর যিকর করবে এবং এরপর দু'রাকআত নামায আদায় করবে, তার জন্য একটি হজ্জ ও উমরা পালনের সওয়াব হবে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেনঃ রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ ঐ ব্যক্তির জন্য হজ্জ ও উমরার পরিপূর্ণ সওয়াব হবে, পরিপূর্ণ সওয়াব হবে, পরিপূর্ণ সওয়াব হবে। [সুনান আত তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ৫৮৬]

নামাযের মত সওয়াব লাভ

একজন মুসলমান যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন ততক্ষণ নামাযের মধ্যেই থাকবেন। অর্থাৎ নামায আদায়ের ন্যায় সওয়াব পাবেন। হুমাইদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কি আংটি ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। একরাতে তিনি ইশার নামায অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্বে আদায় করলেন। নামায শেষ করে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন,

صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا ". قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ

লোকেরা নামায আদায় করে ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ নামাযের জন্য অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ নামাযরত ছিলে বলে গণ্য করা হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, এ সময় আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর আংটির উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করছিলাম। [সহীহ বুখারী (ইফা) ৬২৮]

মসজিদের প্রতিবেশী হওয়ার ফযীলত

মসজিদের প্রতিবেশী হওয়ার ফযীলত সম্পর্কে নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, যে ঘর মসজিদের নিকটবর্তী তার ফজিলত মসজিদের দূরবর্তী ঘর অপেক্ষা এরূপ যেমন গাজী মুজাহিদের ফজিলত সাধারণ মুজাহিদের উপর। [মুসলিম][12]

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে,যাদের ঘর মসজিদ থেকে দূরে তারা সে ঘর ছেড়ে দেবে, কেননা এ মাসআলা স্বয়ং নবী করীম (ﷺ) র সামনে উত্থাপিত হয়েছিল। তিনিও মসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত বাসিন্দাদেরকে এ নির্দেশ দেন যে,তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করো। সেগুলো ছেড়ে মসজিদের নিকটে গৃহ নির্মাণের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা যতদূর থেকে তুমি মসজিদের দিকে আসবে ততবেশী নেকী অর্জন করবে। [সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী) ১৪০৫-(২৮০/৬৬৫)]

সারকথা হলো, যার ঘর মসজিদের নিকটে হবে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে এক মহান ফযীলত দান করেছেন। আর যার ঘর মসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত, সে যেনো তা ছেড়ে না দেয় বরং অন্য পন্থায় সাওয়াব অর্জন করে নেয়। *অর্থাৎ কদমের আধিক্য দ্বারা সাওয়াব অর্জন করবে।*

মসজিদ পরিষ্কার করার/ রাখার ফযীলত

মসজিদকে সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন রাখতে হবে। মসজিদে কোনো ময়লা দেখলে তা পরিষ্কার করা অনেক সওয়াব ও ফযীলতের কাজ। কারো যদি মসজিদ নির্মাণের সামর্থ্য না থাকে সে বিষয়ে হাদীসে এসেছে, হজরত সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত রাসুল (ﷺ) বলেন,

مَنْ أَخْرَجَ أَذًى مِنَ الْمَسْجِدِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে ময়লা আবর্জনা কিংবা কষ্ট হয় এমন বস্তু দূরিভূত করবে তার জন্য আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দিবেন। [সুনান ইবনু মাজাহ ৭৫৭]

নবিজি (ﷺ) মসজিদে কোনো ময়লা দেখলে নিজ হাতে তা পরিষ্কার করতেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَتَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

একবার রাসুল (ﷺ) মসজিদের দেওয়ালে কফ দেখে কাঁকর দিয়ে তা মুছে ফেললেন। [সহীহ বুখারী (ইফা) ৩৯৯]

মসজিদ নোংরা করা, অপরিচ্ছন্ন রাখা সবচেয়ে নিন্দনীয় কাজ। মসজিদের ময়লা ফেলে দেওয়া অনেক সওয়াবের কাজ। আর কোনো ধরনের ময়লা মসজিদে ফেলা গুনাহ। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

عُرِضَتْ عَلَىَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

---

[12] আদাবুল মাসাজিদ - হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি (পৃষ্ঠা নাম্বার ১৫)

আমার উম্মতের কাজের বিনিময় (সওয়াব) আমাকে দেখান হয়েছে- এমনকি মসজিদের সামান্য ময়লা পরিষ্কারকারীর সওয়াবও। [সুনান আবূ দাউদ (ইফা) ৪৬১]

মসজিদে যত্রতত্র থুথু ফেলা নিষিদ্ধ। আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন,

الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহের কাজ, আর তার কাফফারা হচ্ছে তা মুছে ফেলা। [সহীহ বুখারী (ইফা) ৪০৪]

একই রাবী কর্তৃক অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ـ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ـ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ". ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ " أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا

নবী (ﷺ) কিবলার দিকে (দেয়ালে) 'কফ' দেখলেন। এটা তার কাছে কষ্টদায়ক মনে হল। এমনকি তার চেহারায় তা ফুটে উঠলো। তিনি উঠে গিয়ে তা হাত দিয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি বললেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে একান্তে কথা বলে। অথবা বলেছেন, তার ও কিবলার মাঝখানে তার রব আছেন। কাজেই, তোমাদের কেউ যেন কিবলার দিকে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাম দিকে বা পায়ের নীচে তা ফেলে। তারপর চাঁদরের আঁচল দিয়ে তিনি তাতে থুথু ফেললেন এবং তার এক অংশকে অন্য অংশের উপর ভাজ করলেন এবং বললেনঃ অথবা সে এরূপ করবে। [সহীহ বুখারী (ইফা) ৩৯৬]

একবার এক বেদুইন এসে মসজিদের কোণে প্রস্রাব শুরু করে দিল। সে মসজিদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম রাগান্বিত হয়ে তাকে বাধা দিতে গেলেন। কিন্তু প্রিয়নবী (ﷺ) তাদের বাধা দিলেন। তাই কেউ মসজিদের আদব রক্ষা না করলে তাকে হেকমতের সঙ্গে বোঝাতে হবে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে, একবার এক বেদুইন মসজিদে প্রস্রাব করে দিল। তখন লোকজন তাকে শাসন করার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ল। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের বলেন,

دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ ـ أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ ـ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার প্রস্রাবের ওপর এক বালতি পানি অথবা এক পাত্র পানি ঢেলে দাও। কারণ তোমাদের নম্র ব্যবহারকারী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, কঠোর ব্যবহারকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি। [সহীহ বুখারী (ইফা) ৫৬৯৮]

মসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখা একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ এবং যে কেউ স্বেচ্ছায় মসজিদের সেবা করতে পারে। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلاً، أَسْوَدَ ـ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ـ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ. قَالَ " أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ ". ـ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا ـ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

একজন কালো বর্ণের পুরুষ অথবা বলেছেন কালো বর্ণের মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিত। সে ইন্তেকাল করল। নবী (ﷺ) তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সাহাবীগণ বললেন, সে ইন্তেকাল করেছে। তিনি বললেনঃ তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। তারপর তিনি তার কবরের কাছে গেলেন এবং তার জানাযার নামায আদায় করলেন।
[সহীহ বুখারী (ইফা) ৪৪৪]

মসজিদ সম্পর্কিত কতিপয় বিধান ও আদব

মসজিদ হল হেদায়াতের মারকায বা কেন্দ্র। কোন মসজিদ সুন্নাত অনুযায়ী পরিচালিত হলে সে মহল্লায় অবশ্যই সুন্নাত ও দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. বলতেন যে, "তোমরা মসজিদ ও মাদরাসাকে সুন্নী বানাও তাহলে পুরা মহল্লা সুন্নী হয়ে যাবে।" সুতরাং মসজিদ সুন্নী বানানোর জন্য যা করণীয় সংক্ষেপে তা নিম্নে পেশ করা হল।

০১. মসজিদ নির্মাণ করতে গিয়ে শরিয়তের নীতিমালার বরখেলাফ না করা। যেমন অন্যের জায়গায় অনুমতি ছাড়া বা কারও জায়গায় জোর করে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। প্রভাব খাটিয়ে বাজারমূল্যের চেয়ে কম টাকায় জমি অধিগ্রহণ করে মসজিদ নির্মাণ করা অন্যায়। সরকারি জায়গায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত মসজিদ বানানো যাবে না।

০২. কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করা বা মসজিদে কবর দেওয়া যাবে না। এর দ্বারা শিরকের রাস্তা খুলে যায়। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক; তারা নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়েছে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫২৯)

হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُولَئِكَ، إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكِ الصُّوَرَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মে হাবিবা ও উম্মে সালামা রা. হাবশায় তাদের দেখা একটি গির্জার কথা বলেছিলেন, যেখানে বেশ কিছু মূর্তি ছিল। তারা উভয়ে বিষয়টি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন, তাদের মধ্য থেকে কোনো সৎলোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করত। আর তার ভিতরে ঐ লোকের মূর্তি বানিয়ে রাখত। কেয়ামতের দিন তারাই আল্লাহর কাছে সবচাইতে নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলে গণ্য হবে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫২৮)

জুন্দাব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

তোমাদের পূর্ববর্তীরা নবী ও সৎলোকদের কবরকে মসজিদ বানাত। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদ বানাবে না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করছি। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫৩২)

০৩. মসজিদে নম্রতা ও স্থিরতার সাথে গমন করা। দৌড়িয়ে ও তাড়াহুড়ো না করা। এর দ্বারা ধমাধম আওয়াজ হয়। এটা মসজিদের আদবের খেলাফ এবং জামাত চলতে থাকলে মুসুল্লিদের কষ্ট হয়। হাদিসে এসেছে :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةِ؟ قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

হযরত আবু কাতাদা রা. বর্ণনা করেন, একবার আমরা নবী (ﷺ) র সঙ্গে নামায আদায় করছিলাম। হঠাৎ তিনি লোকদের আগমনের আওয়াজ শুনতে পেলেন। নামায শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের কী হয়েছিল? তারা বলল, আমরা নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করে আসছিলাম। রাসুল (ﷺ) বললেন, এরূপ করবে না। যখন নামাযে আসবে ধীরস্থিরভাবে আসবে (ইমামের সাথে) যতটুকু পাও আদায় করবে, আর যতটুকু ছুটে যায় তা (ইমামের সালাম ফেরানোর পর) আদায় করে নিবে। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৩৫)

০৪. মসজিদে প্রবেশের সময় সুন্নত তরিকায় প্রবেশ করা। এক্ষেত্রে পাঁচটি সুন্নত রয়েছে।

ক. বিসমিল্লাহ পড়া।

খ. দুরুদ পড়া।

গ. দোয়া পড়া।

বিসমিল্লাহ, দুরুদ ও দোয়াকে একত্রে এভাবে পড়া যায় :

بِسم الله وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على رَسُول الله اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

ঘ. মসজিদে ঢুকার সময় ডান পা আগে প্রবেশ করানো।

ঙ. মসজিদে প্রবেশের সময় ইতেকাফের নিয়ত করা।

০৫. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ, দুরুদ ও দোয়া পড়া, বাম পা আগে বের করা এবং ডান পায়ের জুতা আগে পরা।

বিসমিল্লাহ, দুরুদ ও দোয়াকে একসাথে এভাবে পড়া যায় :

بِسمِ اللهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

০৬. মসজিদে প্রবেশ করে ফরজ জামাতের সময় না হলে এবং সুন্নত পড়ার চেয়ে অতিরিক্ত সময় থাকলে দুই রাকাত দুখুলুল মসজিদের নামায পড়ার পর বসা উচিত। মসজিদে প্রবেশ করার পর দেখল শুধু সুন্নতে মুয়াক্কাদা পড়া যাবে, তাহলে দুখুলুল মসজিদ না পড়ে সুন্নতে মুয়াক্কাদা পড়বে। তারপর জামাতে শরিক হবে। আর মসজিদে প্রবেশ করে ফরজ নামাযের জামাত হতে দেখলে তো কোনো সুন্নতও পড়া যাবে না, সরাসরি জামাতে শরিক হবে। তদ্রুপ

জুমুআর দিন খতিব সাহেব বয়ান করতে থাকলে বা খুতবা দিতে থাকলেও দুখুলুল মসজিদ ও সুন্নত পড়বে না। বয়ান শেষে সুন্নত পড়ার সময় পাওয়া যাবে।

দুখুলুল মসজিদ পড়া সম্পর্কে হাদিসে এসেছে-

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ، قَالَ: فَجَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، قَالَ: فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

হযরত আবু কাতাদা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখি রাসুল (ﷺ) মানুষজনের মাঝে বসা। আমিও গিয়ে বসে গেলাম। তখন রাসুল (ﷺ) আমাকে বললেন, মসজিদে প্রবেশের পর দুই রাকাত নামায পড়োনি কেন? আমি বললাম, আমি দেখলাম আপনি বসে আছেন আর আপনার পাশেও মানুষজন বসে রয়েছে (এমতাবস্থায় নামায পড়ার চেয়ে আপনার মজলিসে বসা উচিত মনে করছি, তাই নামায পড়িনি)। রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন, কেউ মসজিদে প্রবেশ করার পর দুই রাকাত নামায পড়ার আগে যেন না বসে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৭১৪)

মাসআলাঃ আসরের ফরজ নামায পড়ার পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত নফল নামায পড়া মাকরুহ। তাই ওই সময় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলেও দুখুলুল মসজিদ পড়বে না।

০৭. মসজিদে আগে আগে যাওয়া; বিশেষত জুমুআর দিন সবার আগে যাওয়ার চেষ্টা করা এবং মসজিদে প্রবেশ করার পর প্রথম কাতারে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তবে কাউকে কষ্ট দিয়ে, কাউকে উঠিয়ে বা কারও কাঁধের উপরি দিয়ে ডিঙিয়ে যাবে না। সামনের কাতার খালি রেখে পেছনে বসবে না।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলে কারিম (ﷺ) ইরশাদ করেন-

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

যদি মানুষ জানতে পারত, আজান দেওয়া এবং প্রথম কাতারে নামায পড়ার মাঝে কী আছে, আর লটারি ব্যতীত সেটি পাওয়া সম্ভব হত না, তাহলে অবশ্যই তার জন্য লটারির ব্যবস্থা করত এবং যদি জানতে পারত মসজিদে আগে আসার মাঝে কি ফজিলত আছে, তাহলে দৌড়ে হলেও আসত। আর যদি ইশা ও ফজরের জামাতে শরিক হওয়ার কতটুকু সওয়াব তা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাতে শরিক হতো। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬১৫)

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া বলেন, *যে ব্যক্তি আগে আসল এবং কোনো ওজর ছাড়া প্রথম কাতার ছাড়া অন্য জায়গায় বসল, তাহলে সে শরিয়তের বিধান লঙ্ঘন করল। পিছনে হটে থাকার দরুন সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করল।*

হযরত আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, একবার রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কাউকে দেখলেন পেছনে বসার চেষ্টা করছে, তখন তিনি বলেন

تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ

তোমরা সামনের দিকে আসো এবং আমার ইক্তেদা করো। আর তোমাদের পরবর্তীগণ তোমাদের এক্তেদা করবে। যারা সবসময় পিছনে থাকবে তাহলে আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে পিছনে ঠেলে দেবেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৩৮)

০৮. কেউ মসজিদের ভেতরে থাকাবস্থায় আযান হল, তাহলে নামায পড়ার আগে মসজিদ থেকে বের হওয়া উচিত নয়। হ্যাঁ কোনো ওজর থাকলে যেতে পারবে। হাদিসের কিতাবে এসেছে :

عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তাবেয়ি হযরত আবুশ-শাসা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদিন আবু হুরায়রা রা. এর সঙ্গে মসজিদে বসা ছিলাম। ইতোমধ্যে মুয়াজ্জিন আযান দিলেন। তখন এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে উঠে চলে যেতে লাগল। হযরত আবু হুরায়রা রা. নিজ দৃষ্টিকে তার অনুগামী করলেন। তারপর লোকটি মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। আবু হুরায়রা রা. বললেন, লোকটি আবুল কাসিম (ﷺ) *এর বিধান লঙ্ঘন করল।* (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৫৫)

০৯. মসজিদে প্রবেশ করার পর কারও সাথে জরুরি কথা থাকলে বলা যায়। কথা না থাকলে হয়তো নফল/সুন্নত নামাযে ব্যস্ত থাকবে অথবা তেলাওয়াত ও জিকিরে মগ্ন থাকবে, নয়তো চুপচাপ বসে থাকবে। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা অথবা নামাযরত ও তেলাওয়াতকারীকে বিরক্ত করা থেকে বিরত থাকবে। এর দ্বারা অন্যের ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্ট হয়। রাসূল (ﷺ) বলেন,

إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ. وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، بِالْقُرْآنِ

মুসুল্লি তার প্রভুর সাথে গোপনে কথা বলে। তার খেয়াল রাখা উচিত যে, সে কী বলছে। তোমরা কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে একে অন্যের ওপর শব্দ কর না। (মুয়াত্তা মালেক, হাদিস : ২৬৪)

এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার, **মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা হারাম কিনা?**

মাসআলা হচ্ছে, শুধু কথা বলার জন্য, গল্পগুজব করার জন্য মসজিদে এসে কথাবার্তা বলা হারাম। তবে ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসার পর কোনো প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা হারাম না। তবে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা উচিত। মসজিদ কথা বলার জায়গা না, ইবাদতের জায়গা।

১০. মসজিদে বেচাকেনা করা, হারানো বস্তু খোঁজ করা বা সে ব্যাপারে ঘোষণা দেওয়া যাবে না। অনেক মসজিদে হারানো বস্তুর এমনকি হারানো গরু-ছাগলের ঘোষণাও দেওয়া হয়। এসব থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ ضَالَّةً فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا

যখন তোমরা কোনো ব্যক্তিকে মসজিদে হারানো বস্তু খুঁজতে দেখ বা সে সম্পর্কে ঘোষণা দিতে দেখ, তাহলে বলবে আল্লাহ করুন বস্তুটি তুমি যেন খুঁজে না পাও। কারণ, মসজিদ তো এ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়নি। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪৭৩)

১১. কাঁচা পিয়াজ বা কাঁচা রসুন বা মুলা কিংবা দুর্গন্ধযুক্ত কিছু খেয়ে মসজিদে গমন করা যাবে না। খাওয়ার পর দুর্গন্ধ দূর করে মসজিদে যেতে পারবে। জর্দা, বিড়ি-সিগারেচ এবং অতিরিক্ত ঘাম, যার কারণে দুর্গন্ধ হয়ে যায়, তার বিধানও একই। হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا، فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى، مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) পিঁয়াজ ও মুল খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। অতঃপর একবার নিরূপায় হয়ে আমরা তা খেয়ে ফেললাম। তখন তিনি বললেন, যে ব্যাক্তি এই দুর্গন্ধযুক্ত উদ্ভিদ আহার করবে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কেননা মানুষ যেসব বিষয়ে কষ্ট অনুভব করে, ফেরেশতাগণও তাতে কষ্ট পান। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫৬৩)

১২. মসজিদে কেনাবেচা করা, বিচার করা, বিবাদের মীমাংসা করা নিষেধ। তদ্রূপ পাগল ও শিশুদের মসজিদে আনা যাবে না। তবে যারা মোটামুটি সমঝদার শিশু তাদেরকে আনা যাবে। হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলে কারিম (ﷺ) ইরশাদ করেন :

جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ، وَشِرَاءَكُمْ، وَبَيْعَكُمْ، وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ، وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ.

তোমরা তোমাদের মসজিদসমূহকে শিশু, পাগল, ক্রয়-বিক্রয়, ঝগড়া-বিবাদ, হৈ-চৈ, হদ্দ কার্যকরকরণ ও উন্মুক্ত অস্ত্র বহন থেকে হেফাজত করো। তোমরা তার দরজাসমূহের কাছে শৌচকর্মের জন্য ঢিলা রাখো এবং জুমুআর দিন মসজিদকে সুগন্ধময় করো। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৭৫০)

১৩. মসজিদের ভেতর লাশ প্রবেশ করানো নিষিদ্ধ। মসজিদের বাইরে লাশ রেখে ভেতরে জানাযা পড়া যাবে। (যাদুল মাআদ ১/৫০১; ইলাউস সুনান ৮/২৭৭; রদ্দুল মুহতার ২/২২৬, ২/২২৭; তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/৫৮০; ফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়া ১/১৫৬; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২২২; কিতাবুত তাজনীস ২/২১৯; আলবাহরুর রায়েক ২/১৮৬; আননাহরুল ফায়েক ১/৩৯৫; তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম ২/৪৯৪ ফাতহুল কাদীর ২/৯০-৯২; উমদাতুল কারী ৮/২০-২১)

১৪. মসজিদে ইচ্ছাকৃত বায়ুত্যাগ করা বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরাম দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাঁদের একদল এটাকে কোন সমস্যা মনে করেন নি। অপর একদল ফকীহ বলেন, মসজিদে ইচ্ছাকৃত বায়ুত্যাগ করবে না। বরং প্রয়োজন অনুভব করলে বাইরে চলে যাবে। তুমুরতাশী বলেছেন, এমতটি অধিক বিশুদ্ধ (অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত বায়ুত্যাগ থেকে বিরত থাকা।) (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৯৬)

১৫. মসজিদকে রাস্তা বানানো যাবে না। অর্থাৎ মসজিদের ভেতর দিয়ে কোথাও যাওয়া। প্রয়োজন ঘুরে যাবে।

১৬. যার ওপর গোসল ফরজ এবং ঋতুবতী নারী ও প্রসূতি নারী মসজিদে প্রবেশ করা নাজায়েয। [কিতাবুন নাওয়াযেল ১/১৮১]

জাসরাহ বিনতু দিজাজাহ সূত্রে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বললেনঃ

فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

ঋতুবতী মহিলা ও নাপাক ব্যক্তির জন্য মসজিদে যাতায়াত আমি হালাল মনে করি না। [সুনান আবূ দাউদ ২৩২]

এমনকি তাওয়াফের জন্য মসজিদে হারামের ভিতরে প্রবেশ করাও জায়েজ নেই। যদি তাওয়াফ করাবস্থায় হায়েজ শুরু হয়ে যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাওয়াফ বন্ধ করে দেবে এবং পরবর্তীতে পবিত্র হওয়ার পর কাজা করবে। [কিতাবুল মাসায়েল : ৩ : ৪০৩]

তবে অজু ছাড়া মসজিদে প্রবেশ করা নাজায়েয নয়।

১৭. মসজিদের পশ্চিম পাশের দেয়ালে কোনো কিছু লেখবে না এবং ক্যালেন্ডার ঝুলাবে না। মুসুল্লির সামনে থাকায় তাদের মন সেদিকে চলে যেতে পারে। মসজিদের ভেতরে মোমবাতি, ম্যাচ, আগরবাতি ইত্যাদি রাখার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। ছবিযুক্ত কোনো জিনিস মসজিদে নেওয়া যাবে না।

মসজিদে কেরোসিন তেলের বাতি বা হারিকেন নিয়ে যাওয়া নাজায়েয না হলেও অনুত্তম। দুর্গন্ধের কারণে। অনেক মসজিদে মোম রাখার জায়গা ময়লা হয়ে যায়, কয়েল রাখার বাক্সও ময়লা হয়ে যায়, ইত্যাদি সকল জিনিসপত্র নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। মসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখা গুুরত্বপূর্ণ কাজ। মসজিদ কমিটি ও দায়িত্বশীলদের এ বিষয়ে আরও সতর্ক হওয়া কাম্য।

১৮. মসজিদে থাকা-খাওয়া, ঘুমানো ও রাতযাপন

মসজিদে থাকা-খাওয়া, ঘুমানো ও রাতযাপন করা প্রসঙ্গে কেউ বলছে, নাজায়েয। আবার অনেকে মাকরুহ বলছেন। আসলেই কি মসজিদে ঘুমানো নাজায়েয? বা মাকরুহ?

মূলত মসজিদ হচ্ছে ইবাদতের ঘর। জিকির-আজকার, তেলাওয়াতের স্থান। বসবাস করার জায়গা না। তবে ইবাদতের প্রয়োজনে মসজিদে অবস্থান করা জায়েয। নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ, কুরআন শিক্ষা করা বা দেওয়া ইত্যাদি প্রয়োজনে মসজিদে অবস্থান করা জায়েয। অবস্থান করা যেহেতু জায়েয তাই সেখানে খাওয়া-দাওয়া করা, ঘুমানো ও রাতযাপন করাও জায়েয। তবে আশপাশে বসবাস করার মতো নিজের বাসা-বাড়ি থাকলে মসজিদে অবস্থান না করাই উত্তম। তদ্রুপ মুসাফিরের জন্যেও মসজিদে অবস্থান করা বৈধ। ফাতাওয়া শামী ও আলমগীরিতে আছে, কেউ মসজিদে শুইতে চাইলে ইতিকাফের নিয়তে প্রবেশ করবে; তারপর কিছু নামায বা ইবাদত করবে। অতঃপর যা ইচ্ছা তা করতে পারবে। এভাবেই মসজিদে থাকা উত্তম। তখন আর কেউ কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না।

রাসুলে কারিম (ﷺ) রমজানের শেষ দশকের ইতিকাফ ছাড়া মসজিদে ঘুমিয়েছেন বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই মসজিদে অবস্থান করতেন,

ঘুমুতেন। তিরমিযি শরিফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াযিতে রয়েছে : وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يبيتون في المسجد সাহাবিগণ মসজিদে ঘুমুতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ

রাসুলে কারিম (ﷺ) র যুগে আমরা মসজিদে ঘুমাতাম; তখন আমরা যুবক ছিলাম। (তিরমিযি, হাদিস নং- ৩২১)

এ হাদিসটি বর্ণনার পর ইমাম তিরমিযি হাদিস ও বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য করেন :

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَتَّخِذُهُ مَبِيتًا وَلَا مَقِيلًا وَقَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَهَبُوا إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ

প্রখ্যাত তাবেয়ি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব ও সুলাইমান ইবনে ইয়াসারকে মসজিদে ঘুমানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে দুনোজন বলেন :

فقالا كيف تسألون عنها وقد كان أهل الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم المسجد

মসজিদে ঘুমানো সম্পর্কে কিভাবে জিজ্ঞেস কর; অথচ আহলে সুফফার সাহাবিগণ মসজিদেই ঘুমাতেন। মসজিদই তাঁদের বসবাসের স্থান ছিল। [13]

وذكر الطبري عن الحسن قال رأيت عثمان بن عفان نائما فيه وليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين قال وقد نام في المسجد جماعة من السلف بغير محذور للانتفاع به فيما يحل كالأكل والشرب والجلوس وشبه النوم من الأعمال

এক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. মসজিদে ঘুমানো অপছন্দ করেছেন। তবে তিনিও বলেছেন,

عن بن عباس فروى عنه أنه قال لا تتخذ المسجد مرقدا . وروى عنه أنه قال إن كنت تنام فيه لصلاة لا بأس

নামায পড়ার উদ্দেশ্যে হলে মসজিদে ঘুমাতেও কোনো অসুবিধা নেই।

সুতরাং বুঝতে পারলাম, মুসাফির ও ঘরবাড়িহীন লোকজন মসজিদে থাকতে পারবে। তদ্রূপ ইবাদতের উদ্দেশ্যও মসজিদে থাকা যায়। তবে মসজিদে যেই থাকুক ইতিকাফ ও ইবাদতের নিয়তে থাকবে। তখন আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না। তখন তা সম্পূর্ণ জায়েয হয়ে যাবে। হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও ফিকহের কিতাবগুলোতে আরো বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

১৯.ইমাম সাহেব মসজিদের মধ্যে প্রতিদিন রুটিন মাফিক অন্তত তিন প্রকার তা'লীম দিবেন।

ক. ঈমান ও আকীদার তা'লীম এবং ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়ের তা'লীম। এ বিষয়টি শরী'আতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর চেয়ে জরুরী কোন বিষয় শরী'আতে নেই। (বুখারী হা: নং ৯, মুসলিম হা: নং ১, আবূ দাউদ হা: নং ৪৬৯৫)

[13] তুহফাতুল আহওয়াযি (খ. ২, পৃ. ২২৮)

খ. কুরআনে কারীম ও দু'আ-কালাম, আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ ইত্যাদি সহীহ করার তা'লীম। এটা নূরানী পদ্ধতি অনুযায়ী চক-স্লেটের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দরভাবে শিখানো সম্ভব। (দারা কুতনী হা: নং ৪৫, দারেমী হা: নং ২২১)

গ. দীনের জরুরী মাসাইল এবং উযূ, নামায, আযান, ইকামতের বাস্তব প্রশিক্ষণ যা একান্ত জরুরী। কারণ প্রশিক্ষণ ব্যতীত শুধু বয়ান শুনার দ্বারা নামায সহীহ করা সম্ভব নয়। (বুখারী শরীফ হা: নং ৬৭৭, নাসায়ী হা: নং ২২৭৭, আবূ দাউদ হা: নং ৫৩০)

এছাড়াও সপ্তাহে এক দিন আধা ঘণ্টার জন্য মুসল্লীদেরকে ধারাবাহিকভাবে কুরআনের তাফসীর করে শুনাবেন। জুম'আর বয়ানটি পরিকল্পিত ভাবে করবেন। যাতে সকল মুসল্লীর মধ্যে ফরযে আইন পরিমাণ ইলম এসে যায়। যথা: ঈমান-আক্বীদা ঠিক করা, ইবাদাত বন্দেগী সুন্নাত ও মাসআলা অনুযায়ী করা, রিযিক হালাল রাখা, বান্দার হক আদায় করা, এবং আত্মশুদ্ধি করা। "ইসলামী যিন্দেগী" অথবা "আহকামে যিন্দেগী" কিতাব থেকে বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা দেখে নিবেন। এবং মুসল্লীদের সামনে অল্প অল্প করে পেশ করবেন। তাছাড়া ইমাম সাহেব মুসল্লীদের নিয়ে নিজের মহল্লায় এবং পার্শ্ববর্তী মহল্লায় গাশতের নেযাম চালু করবেন এবং মহল্লার দু:স্থ মানবতার খেদমতের জন্য ধনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। এই হল ইমাম সাহেবদের দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এসব দায়িত্ব পালন করলে মসজিদগুলো হেদায়েতের মারকাযে পরিণত হবে ইনশা আল্লাহ। (সূরায়ে আলে ইমরান-১৬৪, আবূ দাউদ- হাদীস নং ৩৬৪১)

মসজিদের আরো কতিপয় আদব[14]

১. মসজিদে অবস্থানরত লোকজন যদি নামায, যিকির কিংবা তিলাওয়াতে মশগুল না থাকে তাহলে মসজিদে প্রবেশের সময় তাদেরকে সালাম করা। আর যদি তারা নামায ইত্যাদিতে মশগুল থাকে তখন উচ্চ স্বরে সালাম করা নিষেধ। আর এতে মুসল্লিদের ইবাদতে সমস্যা সৃষ্টি হয়। সুতরাং অনেকে মসজিদে প্রবেশ করে সশব্দে মুসল্লীদের যে সালাম করে তা ভুল।

২. মসজিদে প্রবেশের পর দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ এর নামায পড়া ভাল। ভুলে বসে পড়লেও এ নামায পড়া যায়। এটা যুহর, আসর এবং ইশার ওয়াক্তে। প্রতিদিন অন্তত একবার হলেও পড়া কর্তব্য। অনেকে দিনে এক ওয়াক্তেও এ নামায পড়ে না। এটা ঠিক নয়।

৩. কোন ধরনের বেচা-কেনা করা। যদিও তা ফোনের মাধ্যমে হোক না কেন। সারকথা, দুনিয়াবী কথা বলার জন্য মসজিদে বসা ও প্রবেশ করা জায়িয নেই। তেমনি ভাবে নামাযের জন্য মসজিদে গিয়ে দুনিয়াবী লম্বা কথা বলাও না জায়িয। তবে ঠেকাবশত ২/১টি কথা বলার অবকাশ আছে।

৪. মসজিদে কোন হারানো জিনিষের ঘোষণা দেয়া জায়িয নেই। এতে মুসল্লীদের ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটে। তবে মসজিদের গেইটে এ ধরনের এ'লান করতে পারে।

৫. নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নাজায়িয। এটা মারাত্মক গুনাহ। একান্ত যেতে হলে কোন কিছুর দ্বারা সুতরা স্থাপন করে তারপর যাবে। অবশ্য যে ব্যক্তি মুসল্লী বরাবর সামনে বসে আছে সে যে কোন এক পাশ দিয়ে চলে যেতে পারে।

---

[14] তাম্বীহুল গাফেলীন - ফকীহ আবুল লাইস সমরকান্দী (রহ.)

৬. মসজিদে থুথু বা কফ না ফেলা বা মসজিদের সীমানায় উযূ না করা এবং আঙ্গুল না ফুটানো।

৭. মসজিদকে নাপাক বস্তু, অবুঝ শিশু, পাগল প্রবেশ করতে না দেয়া এবং কাউকে শারীরিক শাস্তি প্রদান করা থেকে পবিত্র রাখা। (হিন্দিয়া-৫/৩২১)

তবে বুঝমান তথা ৭ বছর বা ততোধিক বয়সের ছেলেদেরকে মসজিদে এনে নিজের পাশে রেখে নামায পড়ানো প্রত্যেক অভিভাবকের দায়িত্ব। যাতে তারা নামায ও জামা'আত সম্পর্কে অভ্যস্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সাথে তাদেরকে বড়দের কাতারে দাঁড় করানোই শ্রেয় এবং এতে কোন অসুবিধা নেই। তা না করে এ ধরণের বাচ্চাদেরকে পিছনে ঠেলে দিলে এক দিকে যেমন অভিভাবকদের পেরেশানী হতে পারে। অপরদিকে কয়েকজন বাচ্চা মিলে নামাযের পরিবর্তে হট্টোগোলে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। (আহসানুল ফাতাওয়া-৩/২৮)

উপসংহার

ইসলামে মসজিদ মুসলিমদের ইবাদতের একটি মূল কেন্দ্র এবং ধর্মীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মসজিদ হলো ইমানের ইস্পাতকঠিন দূর্গ। তাওহিদের বাণী প্রচারের কেন্দ্র। মসজিদ হলো সেই বিদ্যালয়, যেখান থেকে গড়ে উঠেছিলেন এই উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম। মসজিদই ছিল সেকালে জ্ঞানচর্চার সর্বোচ্চ কেন্দ্র। এ জন্য রাসুলুল্লাহ (ﷺ) হিজরতের পর মদিনায় এসে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। পথিমধ্যে কুবায় অবস্থানকালে সেখানেও মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এমনিভাবে মুসলিমরা পরবর্তীতে যে অঞ্চলই বিজয় করেছে, সেখানেই তারা মসজিদ নির্মাণ করেছে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মুসলিম-ঐতিহ্যের সাক্ষী হিসেবে আজও জ্বলজ্বল করছে সেসব মসজিদ।

কোন এলাকার মসজিদ যদি পুরাপুরি শরীয়ত মুতাবেক পরিচালিত হয় তাহলে পুরা এলাকায় এক দ্বীনী হাওয়া বিরাজ করবে। বরং ধীরে ধীরে তার আলোকে উক্ত এলাকা তথা পুরা দেশ থেকে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ইসলামের শাশ্বত বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে। মসজিদে নববী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মসজিদে নববীর মসজিদ কেন্দ্রীক মেহনতের উসীলায় শুধু মদীনা নয় গোটা আরবের সেই বর্বর জাতিও স্বর্ণ মানবে পরিণত হয়ে ছিল।

দুঃখের বিষয় হল বর্তমানে পূর্বের তুলনায় মসজিদ তো বেশী হচ্ছে এবং শানদারও হচ্ছে। কিন্তু সত্যযুগের আবাদী জীবন্ত মসজিদ দিন দিন বিদায় নিতে চলছে। রাসূলূল্লাহ (ﷺ) এর চির সত্য বাণী আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে, ইরশাদ করেন-

اسْمُهُ , وَلا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلا رَسْمُهُ , مَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ , وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى

অচিরেই মানুষের মাঝে এমন একটি যুগ আসবে যখন ইসলাম বলতে থাকবে শুধু নাম, আর কুরআন বলতে থাকবে কিছু প্রথা। ঐ সময়কার মসজিদগুলো তো হবে বড় শানদার। কিন্তু তা হবে হেদায়াত শূন্য। [বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাঃ নং ৩/১৭৬৩, আস-সুনানুল ওয়ারিদাহ, ইমাম দানী- ২৩৯; আল-কামেল, ইবনু আদী- ৪/২২৭; শুয়াবুল ইমান, বাইহাকী- ৩/৩১৭; মুসনাদে দাইলামী- ১/১০৭]

এই হেদায়াত শূন্য মসজিদগুলোকে হেদায়াত ওয়ালা, আবাদী-জীবন্ত বানানো মুসলিম উম্মাহর উপর বিরাট এক যিম্মাদারী।

আল্লাহ সুবহানাতায়ালা আমাদের সকলকে এই যিম্মাদারী সুচারুরূপে পালন করার তৌফিক দান করুন যেন আমাদের সমাজে আবারো সত্যযুগের জীবন্ত মসজিদের সেই হেদায়াত ফিরে আসে। আমীন।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

১/ আদাবুল মাসাজিদ - হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি

২/ মসজিদ ও জীবন্ত মসজিদ - হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.

৩/ আহকামে মাসাজিদ - মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

৪/ দাবুল মাসাজিদ ফি আদাবিল মাসাজিদ - মাওলানা আশরাফ আলি থানভি (রহঃ)

৫/ সাদ্দুল গলত ওয়াল মাসাজিদ - মাওলানা আশরাফ আলি থানভি (রহঃ)

৬/ কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে মসজিদের ফযীলত, বিধি-বিধান ও আদাব - ড. সাঈদ বিন আলী বিন ওহাফ আল-কাহতানী

৭/ মসজিদের আদব - আখতারুজ্জামান মুহাম্মদ সুলাইমান

৮/ হজ উমরা ও যিয়ারত - মুফতি নুমান আবুল বাশার
https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7448

৯/ মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব - মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
সহকারী শিক্ষক, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা।
https://at-tahreek.com/article_details/4821

১০/ https://www.alkawsar.com/bn/article/3137/

১১/ মসজিদের সাথে সম্পর্ক - মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান
https://www.alkawsar.com/bn/article/1798/

১২/ https://www.facebook.com/834838506588569/posts/5027033160702395/

১৩/ https://muslimbangla.com/masail/19177

এ্যাসাইনমেন্টের বিষয়ঃ	মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব ও ফযীলত
শব্দসংখ্যাঃ	১৩০০০ (প্রায়)
কোর্সের নামঃ	Bachelor in Dawah and Islamic Studies (Alim Preparatory Course)

জমাদানকারীর পরিচয়

নামঃ	Gazi Makhdum Hossain
ঠিকানাঃ	Rupayan Z. A. Tower, 115, Shantinagar, Paltan, Dhaka-1217
ব্যাচ নংঃ	202
রোল নংঃ	20201424
মোবাইল নংঃ	01713425841
ই-মেইলঃ	maka092@gmail.com
পেশাঃ	চাকুরী